বিপ্লবের ঘোড়া

মোশাররফ হোসেন খান

বিপ্লবের ঘোড়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিপ্লবের ঘোড়া

মোশাররফ হোসেন খান

আল ফালাহ পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

বিপ্লবের ঘোড়া
মোশাররফ হোসেন খান
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৫
প্রকাশক
এ. এম. আমিনুল ইসলাম
পরিচালক
আল ফালাহ্ পাবলিকেশন্স
১৯১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব
মোশাররফ হোসেন খান
অলংকরণ
হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা
পরিবেশক
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা
দাম
পঁয়ত্রিশ টাকা
■

BIPLABER GHORA
Mosharraf Hossain Khan
Published by Al Falah Publication's Dhaka Bangladesh
First Print December 1995 Price TK. 35.00

www.pathagar.com

নাহিদ জিবরান
নাদিরা নাওশিন
এবং সকল
শিশু-কিশোরকে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন

নেচে ওঠা সমুদ্র

আরাধ্য অরণ্যে

বিরল বাতাসের টানে

পাথরে পারদ জ্বলে

গল্প

প্রচ্ছন্ন মানবী

সময় ও সাম্পান

সাহসী মানুষের গল্প

জীবনী

হাজী শরীয়তুল্লাহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সময়টা কত দ্রুত চলে যায়।

এই তো সেদিনের কথা।

বিপ্লবের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

ভালো করে কথা বলতে কেবল শিখেছে। এরই মধ্যে আব্বা বাঁকড়ার বাজার থেকে বইপত্র এনে হাজির। বললেন, কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে।

আম্মা অবাক হয়ে বললেন, সেকি! এতোটুকুন ছেলে স্কুলে গিয়ে কি করবে? কান্নাকাটি করেই তো স্কুল গরম করে তুলবে।

আব্বা বললেন, কি যে বলো না! কান্নাকাটি করার মতো ছেলে বিপ্লব নয়। দেখবে, ও নিশ্চয়ই পারবে। আর এখন থেকে অভ্যাস না করালে হবে কেন? এমনিতেই ছেলেটা কেমন উদাস। মেঘ দেখার জন্যে আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। জোছনা রাতে ঘুমুতে চায় না। ঝিঁঝির ডাক শোনার জন্যে ঘাসের ওপর কান পেতে রাখে। আজব ছেলে আর কাকে বলে!

আব্বার কথা শুনে আম্মা হাসেন।

বেলা আটটা।

আব্বা গোসল করে এসেছেন পুকুর থেকে।

খেতে বসে আম্মাকে বললেন, বিপ্লব কই? ওর কি খাওয়া-দাওয়া শেষ?

আম্মা যেন ভাবনায় পড়লেন। চারপাশে তাকে না দেখে খুঁজতে বেরুলেন। উঠোন পার হয়ে পেছনের বারান্দায় এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। না, কোথাও বিপ্লবকে দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটা গেলো কোথায়?

সোহেলকে জিজ্ঞেস করলেন, বিপ্লবকে দেখেছো?

সোহেল বললো, হ্যা। দেখলাম তো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আম্মা একপা দু'পা করে পুকুর পাড়ে গেলেন। দেখলেন, বিপ্লব আতা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আম্মা বললেন, বিপ্লব - তুমি এখানে? আমি তোমাকে সেই কখন থেকে তালাশ করে হয়রান হচ্ছি।

বিপ্লব আম্মার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললো, দেখেছো আম্মু – আতাগাছের ডালে দুটো চড়ুই কি রকম মিলেমিশে বসে আছে? ওরা–

www.pathagar.com

একটুও ঝগড়া করছে না।

আম্মা বললেন, ঝগড়া করবে কেন? ওরা যে ভাই ভাই। এবার চলো। তোমার আব্বা ডাকছেন। আজ না স্কুলে যাবে?

চড়ুই দুটোকে রেখে বিপ্লবের একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। তার কচি মনে হাজার প্রশ্ন এসে উড়ে বসে। ওরা কোথায় থাকে, কি খায়, কোথায় ঘুমায়, ঝড়-বৃষ্টিতে কি করে, অসুখ হলে কে দেখে? এসব ভাবতে থাকে বিপ্লব।

ভাবতে ভাবতে সে আনমনা হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে চলে যায় নীল আকাশের অসীম শূন্যতার মাঝে।

আম্মা মাথায় হাত রেখে ডাকেন, কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চল।

আম্মার সাথে বিপ্লব বাড়ি চলে আসে। কিন্তু তার মনে ঐ পাখি দুটোর প্রতি অসীম ভালোবাসা রয়ে যায়।

খুব তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরিয়ে বইপত্র গুছিয়ে দেন আম্মা।

আব্বার সাথে বেরিয় পড়েছে বিপ্লব। হাতে নতুন বই।

নতুন বই-এর গন্ধই আলাদা। কেমন মনকাড়া। মিষ্টি মিষ্টি। বিপ্লব হাঁটতে হাঁটতে বারবার নতুন বই মুখের ওপর তুলে সেই মজাদার গন্ধটা শুঁকতে থাকে।

আব্বা স্কুলে নিয়ে স্যারকে বললেন, আজ থেকে বিপ্লব নিয়মিত স্কুলে আসবে।

ক্লাসে অনেক ছেলে মেয়ে। তারা সবাই বিপ্লবের বয়সী। তাকে ছোট্ট বেঞ্চিতে বসিয়ে আব্বা বললেন, কারুর সাথে মারামারি করো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।

লেখাপড়া শেষ করে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিপ্লব। তার পাশে শুয়ে আছেন আব্বা। ঘরে আম্মাও অন্তরাকে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

ঘুমের মধ্যে বিপ্লব একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখলো। একজন বৃদ্ধ লোক আসছেন তার কাছে। বেশ লম্বা। গায়ে ধবধবে শাদা পায়জামা পাঞ্জাবি।

www.pathagar.com

মাথায় টুপি এবং পাগড়ি। হাতে ছড়ি। মুখে পাকা দাড়ি।

ফেরেশতার মতো এমন মানুষ বিপ্লব আগে আর কখনো দেখেনি। কি সুন্দর! কি মিষ্টি! কি পবিত্র তাঁর চেহারা!

তিনি খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছেন। বিপ্লবের দিকে। বিপ্লব তাঁর মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে।

বিপ্লবকে দেখেই তিনি মুচকি হাসলেন। বিপ্লব একটুও ভয় পেলো না। বরং তাঁকে কাছে পেয়ে বুকটা সাহসে ভরে উঠলো।

তিনি আরও এগিয়ে এলেন। একেবারেই কাছাকাছি। তারপর বিপ্লবের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন।

বিপ্লব তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

লোকটি এবার বিপ্লবকে বললেন, তুমি ভয় পাওনি তো?

বিপ্লব হেসে উত্তর দিলো, মোটেই না। আপনাকে আমার খুব ভালো লাগছে।

তিনি বললেন, জানি। তুমি ভয় পাবার ছেলে নও। তুমি খুব ভালো এবং সাহসী। আমি কিন্তু তোমার বন্ধু।

বিপ্লব বললো, আপনি তো বুড়ো মানুষ। আমার বন্ধু হবেন কি করে?

তিনি আবারও মুচকি হাসলেন। বললেন, তাতে কি? তবু আমরা বন্ধু হতে পারি।

সত্যিই?

হ্যা।

তাহলে আমার হাতে হাত রাখুন।

তিনি বিপ্লবের হাতে হাত রাখলেন।

বিপ্লবের মনে হলো, তার হাতের ওপর হীরের মতো একটি বস্তু। হাতটা একটু ভারী বলে মনে হচ্ছে। একবার মনে হলো ওটা সূর্য। আবার মনে হলো, না সূর্য নয়। ওটা গোলাপ। তার নাকে গোলাপের গন্ধ লাগছে।

হাতটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে বিপ্লব গোলাপের গন্ধ শুঁকতে লাগলো।

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে কি সুন্দর করে হাসছেন। বললেন, বলতে পারো, তোমার হাতের এটা কি? এটা গোলাপ। এই গোলাপের মতোই

www.pathagar.com

তোমার জীবনটাকে গড়ে নিও বিপ্লব। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আমি না তোমার বন্ধু! এখন যাই। আবার আসবো।

বিপ্লব ঘুমের মধ্যেই বন্ধ-বন্ধু বলে ডেকে উঠলো।

আব্বা পাশ ফিরে বললেন, স্বপ্ন দেখেছো নাকি?

বিপ্লব কোনো উত্তর দিলো না। কেবল স্বপ্নে দেখা বন্ধুটির কথা মনে করতে থাকলো।

আব্বা বিপ্লবের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।

বিলের নাম নোচুর কুড়।

খুব বড়ো না হলেও দু-এক গ্রামের ভেতর বিলটির খুব নামডাক। বর্ষাকালে বিলে পানি থই থই করে। প্রচুর মাছ। তারা ঘন ধানের মধ্যে কিলবিল করে।

বিলের পরেই পুবের মাঠ।

সেই মাঠে বারোমাস ফসল ফলে। হরেক রকমের ফসল। ধান পাট গম আখ মটর কলাই সরিষা ছাড়া আরও কতো কি!

বিলের পশ্চিম পাড়ে ঘন বসতি। গায়ে গায়ে মিশে আছে ছেটো বড়ো অনেক ঘরবাড়ি।

বিপ্লবদের বাড়িটা ঠিক বিলের ধারেই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে পুবের দিকে তাকালে অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। বিল, পুবের মাঠে, মাঠের মধ্যে বড়ো বড়ো খেজুর বাগান, বাবলা গাছ - সবই জ্বল জ্বল করে চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে।

কতোদিন হলো বিপ্লব বাইরে বেরুতে পারেনা। হঠাৎ করে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

একটানা বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে তার ঘেন্না ধরে গেছে। এভাবে কি কেউ একনাগাড়ে শুয়ে থাকতে পারে?

যে বিপ্লব এতো চঞ্চল, এতো ছটফটে, এতো দুরন্ত সেই বিপ্লব কেমন

www.pathagar.com

অসহায়ভাবে শুয়ে আছে।

ওপাশে ছোটো বোন অন্তরা বসে বসে কাঁদছে। তারও খুব মন খারাপ। সেও খেলতে যায় না। কেবলই চুপচাপ বসে থাকে বিপ্লবের পাশে।

এভাবে শুয়ে থাকতে বিপ্লবের আর ভালো লাগে না। তার মনটা পড়ে থাকে খেলার মাঠে, স্কুলে, বন্ধুদের ভিড়ে।

ওপাশে বারান্দায় বসে কথা বলছেন আব্বা আর আম্মা। তাদের সব কথা শুনতে না পেলেও কিছু কিছু কথা শুনতে পাচ্ছে বিপ্লব।

আম্মা বললেন, দেখেছেন- আমাদের ছেলেটা কেমন চুপচাপ! ওর গায়ে সব সময় তাপ থাকে। মাথাটা যেন তাতানো গরম কড়াই। ওর পা দুটোও শুকিয়ে যাচ্ছে। পায়ে তেমন আর শক্তিও পাচ্ছে না। কি যে হলো ছেলেটার - বলতে বলতে কেঁদে চোখ ভাসালেন আম্মা।

আব্বা বললেন, ওর অসুখটা বেশ জটিল। ডাক্তার বললেন, এখনি ভালো করে চিকিৎসা না করালে পরে আরও অসুবিধা হবে।

তাহলে আপনি আর দেরি করছেন কেন?

আব্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর চিকিৎসা আর এখানে সম্ভব নয়।

তবে? আম্মা জিজ্ঞেস করলেন।

আব্বা বললেন, ওকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে। বড়ো ডাক্তার দেখাতে হবে। এর জন্যে অনেক টাকার দরকার।

আম্মা বললেন, তাহলে এখন উপায়? টাকার যোগাড় হবে কেমন করে? জমি জায়গা তো যা ছিলো, সবই গেছে। আছে মাত্র একটি গরু আর উঠোনের সামনের ঐ আম গাছটি।

আব্বা বললেন, কি আর করা যাবে! ও দুটো বিক্রি করে দিতে হবে। তাতেও না হলে ভিটে বাড়ি বিক্রি করে দেবো। তবুও বিপ্লবের চিকিৎসা করাবো।

এপাশের বারান্দায় শুয়ে আব্বা-আম্মার এসব কথা শুনছে বিপ্লব। তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আজ তার এতো কান্না পাচ্ছে কেন?

বালিশে মুখ গুঁজে চাপাস্বরে কেবলই কাঁদছে বিপ্লব!

www.pathagar.com

পড়ন্ত বিকেল।

আব্বা বোধ হয় গরু আর গাছ বিক্রি করার জন্যে লোক খুঁজতে গেছেন। আম্মা পাশের পুকুরে। হাঁস-মুরগী নিয়ে তিনিও ব্যস্ত। বাড়িটা এখন ফাঁকা। দিনের পর দিন শুয়ে থাকার কারণে এ উঠোনে আর কেউ খেলতেও আসেনা। মাঝে মাঝে তার দু'একজন বন্ধু আসে। তাও কিছুক্ষণের জন্যে। আর আসেন বাংলার স্যার।

দু'দিন হলো, তিনিও আসেননি।

বিপ্লবের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ভাবে, আমি অসুস্থ বলেই বোধ হয় সবাই দূরে সরে যাচ্ছে।

মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে সে বারান্দার পশ্চিম পাশের দেয়ালের গায়ে লাগায়। তারপর বালিশে পিঠ দিয়ে উঠে বসে পা দুটো নাড়াতে গিয়ে বুকটা কান্নায় ভেংগে যায়। সত্যিই তো পায়ে যেন বল নেই! ছলছল দৃষ্টিতে পুবের খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে বিপ্লব।

সে দেখে তার বয়সের ছেলেরা মাঠ থেকে গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে। কেউবা গাছে চড়ছে। কেউ বা খেলার মগ্ন। সেই কেবল বারান্দা থেকে উঠোনে নামতে পারে না।

শেষ বিকেলের এই পড়ন্ত সূর্যের আলোয় বিপ্লব খেলা শেষে বাড়ি ফিরত। শরীরে লেগে থাকতো ধুলোবালি। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোসল করতো। তারপর সন্ধ্যায় আব্বার কাছে পড়তে বসতো।

সেই দিনটি কি আর ফিরে আসবে না? বিপ্লব ভাবে। গাছটি বিক্রি করে দিলে উঠোনও ফাঁকা হয়ে যাবে। আমি আর এই গাছের ছায়া কখনো পাবোনা।

আব্বা রাত করে বাড়ি ফিরলেন। বিপ্লবের মাথায় হাত রেখে আম্মা বসে আছেন। আব্বার মুখটা খুব মলিন। কিন্তু বিপ্লবকে সেটা বুঝতে দেননা। আম্মাকে বলেন,তুমি একটু এ পাশের বারান্দায় এসো তো। কথা আছে।

আব্বা বললেন, সেই বিকেল থেকে খুব ঘুরলাম। কতো জায়গায় যে

www.pathagar.com

গেলাম। কিন্তু টাকার কোনো উপায় করতে পারলাম না। পানির দামেও গাছ এবং গরু বিক্রি করা যাচ্ছে না। গ্রামে দারুণ অভাব। ফসল ঠিক মতো হয়নি। কারুর হাতে টাকা নেই। এখন কিযে করি!

আম্মা বললেন, তাহলে আমার বিপ্লবের কি হবে? বলেই তিনি কেঁদে ফেললেন।

বিপ্লব খুব খুশি হলো। গাছ আর গরু বিক্রি করার কথায় সে যে কষ্ট পাচ্ছিলো, বিক্রি হচ্ছেনা শুনে তার সেই কষ্ট আর থাকলো না। বহুদিন পর তার মনে আনন্দ আর খুশির ঢেউ দোলা দিয়ে গেলো। এই মুহূর্তে সে অনুভব করলো, তার অর্ধেক অসুখ ভালো হয়ে গেছে। বিপ্লব জোরে চিৎকার করে ডাকলো, আম্মু-আম্মু এদিকে শোনো।

তার ডাকের ভেতর এমন এক অদ্ভুত আবেগ এবং আনন্দ ছিলো যে, আব্বা আর আম্মা দু'জনই তার কাছে ছুটে এলেন। বললেন, কি ব্যাপার?

বিপ্লব বিছানা থেকে আস্তে করে উঠতে উঠতে বললো, আম্মু, আমি এখন অনেক সুস্থ হয়ে গেছি। আব্বা, বিশ্বাস করো- আমি এখন পায়ে বেশ বল পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে- আমি আবার উঠে দাঁড়াতে পারবো। তোমরা দেখে নিও, আমি এমনিতেই ভালো হয়ে যাবো।

বিপ্লবের চোখে মুখে আনন্দের বন্যা।

আব্বা-আম্মা কি বুঝলেন বোঝা গেলোনা। তাঁরা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ। তারপর বিপ্লবের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাই যেন হয় বাবা!

বেশ রাত।

আকাশে চাঁদের খেলা।

জোছনার আলোতে চারদিক চকচক করছে। উঠোন এবং বারান্দাও সেই আলোতে আলোকিত।

বিপ্লবের পাশে আব্বা এবং আম্মা বসে আছেন। তাঁরা তখনো ভাবছেন কিভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায়। চিন্তায় তাঁদের কারুর চোখে ঘুম নেই।

এই গভীর রাতে হঠাৎ বাংলার স্যার এসে উপস্থিত।

তিনি এই গ্রামেরই লোক। আব্বা বললেন, কি ব্যাপার সামাদ ভাই, এতো রাতে? এ দু'দিন তো আপনার কোনো খোঁজ ছিলোনা।

www.pathagar.com

সামাদ সাহেব বিপ্লবের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ব্যস্ততার জন্যে আসতে পারিনি। বিপ্লবের চিকিৎসা করাতে টাকা লাগবে তো। সেই জন্যে একটু দৌড়াদৌড়ি ছিলো। তা আল্লাহর মেহেরবানীতে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। দু'একদিনের মধ্যেই আমি এবং হেড স্যার বিপ্লবকে নিয়ে ঢাকায় চলে যাবো। যা করার আমরাই করবো।

বিপ্লব বললো, আমি কি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবো, স্যার?

সামাদ সাহেব আদরে আদরে তাকে ভরে দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই। তুমি সুস্থ হবে। তারপর স্কুলে যাবে। খেলবে। সব-সবই পারবে। মনে সাহস রাখো বিপ্লব।

আমি আবারও উঠে দাঁড়াতে পারবো! হাঁটতে পারবো–

ভাবতে ভাবতে বিপ্লব এক অকল্পনীয় আনন্দের সমুদ্র পার হয়ে একটি সীমাহীন উজ্জ্বল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেবলই ছুটতে থাকে।

বিপ্লবকে নিয়ে কয়েকদিন পর ঢাকায় এলেন লতিফ সাহেব। সাথে আছেন বাংলার স্যার।

তাকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। চিকিৎসা চললো বিপ্লবের।

দু'মাস কেটে গেছে। বিপ্লব এখন অনেক সুস্থ।

সে এখন ভালোভাবে হাঁটতে পারে। চলতে পারে।

মাঝে মাঝে বিপ্লব খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। শাদা শাদা মেঘমালা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সন্ধ্যার পর আকাশের চাঁদ আর তারা যেন তার সাথে নীরবে কথা বলে।

বিপ্লবও তাদের সাথে একাকী কথা বলে।

চাঁদ আর তারা যেন বলে, এই দেখো বিপ্লব, আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা তো তোমারই বন্ধু। তুমিকি আমাদের সাথে খেলবে?

রাতের চাঁদ তারা এবং দিনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিপ্লব আরও সাহসী

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে।
তার বুকটা সাহসের ঢেউয়ে সমুদ্রের জোয়ারের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে।
রাতে ডাক্তারের সাথে কথা বললেন আব্বা। ফিরে এলে আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো বিপ্লব, কি খবর আব্বা?
আব্বা বললেন, তুমি ভালো হয়ে গেছো। কালই তোমাকে নিয়ে আমরা বাড়ি যাবো।
বাড়ি যাবার কথা শুনে বিপ্লবের খুব ভালো লাগলো।
কতোদিন হলো সে আম্মা এবং অন্তরাকে দেখেনি।
বাড়ির জন্যে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এখন সেই কষ্ট দূর হয়ে সেখানে এক সাগর আনন্দ আর খুশির ঢেউ আছড়ে পড়লো।
আবেগে বিপ্লব আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো, সত্যিই? আমরা কাল বাড়ি যাবো?
হ্যা বাবা, কালই আমরা বাড়ি যাচ্ছি।
পরদিনই তারা বাড়িতে ফিরে এলো।
বিপ্লব আবার আগের মতোই স্কুলে যায়। বিকালে খেলা করে। সন্ধ্যায় পড়তে বসে।
বাংলার স্যার তাকে আদর করে কাছে ডাকেন। বলেন, নিজেকে গড়তে হবে সুন্দর করে। যোগ্য করে। এজন্যে পড়াশুনার পাশাপাশি চরিত্র গঠনটাও জরুরী। যাদের চরিত্র ভালো না, তাদের লেখাপড়া শেখার কোনো মানে হয় না। জ্ঞানতো মানুষকে মানুষ বানায়। কথাগুলো মনে রেখো বিপ্লব।

এর মধ্যে চলে গেছে অনেকগুলো বছর।
এই দীর্ঘ সময়ে বিপ্লবের জীবনে যেমন আনন্দ ও খুশি হবার মতো অনেক ঘটনা ঘটেছে। আবার ব্যথিত হবার মতোও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে আব্বা হারানোর বেদনা।
গভীর রাতে আব্বার কথা মনে হতেই বিপ্লবের মনটা ভারী হয়ে উঠলো। বালিশে মাথা রেখে সে স্মৃতিচারণ করতে থাকলো।

www.pathagar.com

আব্বাকে আজ তার খুব বেশি করে মনে পড়ছে।
তার মনে পড়ছে, এই দিনে আব্বা আমার জন্মদিন পালন করতেন।
গ্রামে আবার জন্মদিন হয় নাকি?
হয়। তবে শহরের মতো করে নয়। অন্য কারুর জন্মদিনের কথা গ্রামে প্রায় শোনাই যায় না।
কিন্তু বিপ্লবের জন্মদিন নিয়মিত পালন করতেন আব্বা।
আব্বা এই দিনটিকে খুব গুরুত্ব দিতেন।
তিনি সাত সকালে উঠতেন।
খুব ভোরে।
তারপর আম্মাকে ডাকতেন। বিপ্লবকে ঘুম থেকে জাগাতেন।
আযানের সাথে সাথে ফজরের নামাজ আদায় করতেন।
সাত বছর বয়স হবার পর থেকে বিপ্লবকেও নিয়মিত নামাজ পড়তে হয়।
এই দিনে ফজরের নামাজের পর তিনি আম্মাকে বলতেন, খুব ভালো করে বিপ্লবের জন্যে দোয়া করো।
আব্বাও দোয়া করতেন দুহাত তুলে, প্রাণ খুলে।
বিপ্লবের তখন বয়স আর কতই বা হবে!
কাটায় কাটায় বারো বছর।
তার আগেই সে জেনেছিলো, তার জন্ম হয়েছিলো ষোলই ডিসেম্বর।
আর একমাত্র বোন- অন্তরা?
কি আশ্চর্য!
বিপ্লবের জন্মের তিন বছর পর সেও হয়েছিলো ঠিক এই ষোলই ডিসেম্বর।
কেউ হয়তোবা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। ভাববে, এমনটা কি হয়?
কি অদ্ভুতই না মিল!
দু'ভাই-বোনের জন্ম তারিখ শুনে বন্ধুরা তো হেসেই খুন। স্কুলের স্যাররাও অবাক।
কিন্তু আব্বা কখনো মিথ্যে বলতেন না।
আর একটা মানুষের জন্ম তারিখ কি শুধু একজনই জানে? বিশেষ করে গ্রামে? পাড়ার সকলেই জেনে যায়।
মুরুব্বিরা তো কখনোই তা ভোলেন না। নিজে ভুলতে চাইলেও তাঁরা মনে

www.pathagar.com

করিয়ে দেন। বলেন, এই যে বিপ্লব! এখনই সব ভুলতে বসেছো? তোমার জন্ম হলো এই তো সেদিন। ষোলই ডিসেম্বর। দেখতে দেখতে এই চোখের সামনে তর তর করে বেড়ে উঠলে।

সত্যিই তো!

কিছুটা উঁচু লম্বা হয়েছে বিপ্লব। এক ক্লাস-দু'ক্লাস করতে করতে স্কুলের পাঠ প্রায় শেষের পথে। তবু সে তাঁদের কাছে এখনো যেন সেই ছোট্ট কিশোর। তাঁদের কাছে বিপ্লবের বয়স বাড়ে না।

যেমন বাড়ে না আম্মার চোখে।

এখনো আম্মা ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দেন। তাঁর হাতের মাখা ভাত না খেলে যেন পেটই ভরে না।

অন্তরা মায়ের কান্ড দেখে হেসে ফেলে। বলে, আচ্ছা আম্মু, তোমার ছেলে কি এখনো সেই ছোট্ট খোকাটি আছে? এখনো ওকে ভাত তুলে খাওয়াও কেন? আর ভাইয়াটিও যে কি। এভাবে খেতে তোমারও কি শরম করে না? না, করেনা। তোরও বুঝি লোভ হয়?

কি যে বলো? আমি পারবো না। আমার ভীষণ লজ্জা করে। এখন বড়ো হয়েছি না!

আম্মা বলেন, নারে। অন্তরা! মায়ের চোখে সন্তানরা কখনো বড়ো হয় না। তোরাও যখন মা-বাবা হবি, তখন বুঝবি সন্তান কি জিনিস। তোদের আব্বাও এভাবে তোদেরকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন। তাঁর হাতের মাখা ভাত না খেলে তোদের পেট ভরতো না। বলতে বলতে আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আম্মার চোখের কোণা চিকচিক করছে।

আম্মার চোকে পানি?

এ আমি সইতে পারবো না। যে কেনো মূল্যে আমি আম্মার চোখের পানি মুছে দিতে চাই।

পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বিপ্লব বললো, আচ্ছা আম্মু, পৃথিবীতে এতো ভালো ভালো নাম থাকতে আমার নামটা 'বিপ্লব' রাখলে কেন? আমার খুব লজ্জা করে।

চোখ মুছে আম্মা বললেন, ওটা তো তোর ডাক নাম।

www.pathagar.com

তা হলোই বা! আসল নাম আর ক'জনই বা জানে। সবাই তো বিপ্লব বলে ডাকে। আমি সত্যিই খুব শরম পাই।

আম্মা একটু হাসলেন। তারপর কেন জানি আবার বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বললেন, তোর নামের ব্যাপারে বেশ ঝামেলা হয়েছিলো। অনেকেই অনেক নাম দিয়েছিলো। কিন্তু তোর আব্বা কারুর কোনো কথা না শুনে বললেন, ওর নাম বিপ্লব। বিপ্লবই থাকবে।

তোর আব্বাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নামটার প্রতি আপনার এতো আগ্রহ কেন?

জবাবে তিনি বললেন, এটা আমার ছেলে। আমি চাই- আমার ছেলে চিরকাল বিপ্লবের মতো টগবগে থাকবে। বার্ধক্য যেন ওকে কখনোই ছুঁতে না পারে। ভেতরে যদি বারুদের মতো বিপ্লবের শিখা থাকে, যদি সাহস থাকে, যদি তারুণ্য ও তেজ থাকে তাহলে যে কেউ সময়কে জয় করতে পারে, বুঝলে! আমি চাই, আমার বিপ্লব যেন সময়ের কাছে কখনো পরাজিত না হয়।

বিপ্লব সেদিনই জেনে গিয়েছিলো, আমাকে পরাজিত হলে চলবে না। আমি পরাজিত হলে আব্বার আত্মা কষ্ট পাবে। আম্মাও আমার পরাজয়ের গ্লানি সইতে পারবেন না।

কি করে সইবেন? কেন সইবেন?

আজ ষোলই ডিসেম্বর।

বিপ্লবের জন্মদিন।

আজো আম্মা ফজরের নামাজ পড়ে তার জন্যে দোয়া করেছেন। দোয়া করেছেন চোখের পানি ফেলে। বিপ্লব যেন কখনো পরাজিত না হয়, সে জন্য আল্লাহর দরবারে খুব করে কেঁদেছেন।

ওই চোখের পানিতে বারুদ মিশিয়ে ঢক ঢক করে পান করলো বিপ্লব।

সে মনে মনে বললো, আমি যা পান করেছি তার নাম- সাহস।

আর সাহস কখনো পরাজিত হয় না। হতে পারে না।

www.pathagar.com

আমি আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে ঐ সাহসকে ধারন করে আসছি। এর ভেতর দিয়ে আমি আমার আব্বা আম্মার স্বপ্ন, সাধ এবং ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে দেখি। এর ভেতর দিয়ে আমি আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশের আকাংখা এবং বিজয়কেই দেখি। দেখি একটি সূর্য কিভাবে রাহুমুক্ত হয়ে মেঘের ঘন কালো ডানা ফুঁড়ে সোনালী হাসির ফুয়ারা নিয়ে ডগমগ করে পুবের আকাশে উঠছে।

সোনালী সূর্যের ভেতর আমি আমার দেশের এবং আমার দেশের মানুষের মুখোচ্ছবি দেখি। দেখি আর ভাবি, আহ! কি অপূর্ব! কি সুন্দর!

আমি আমার স্বপ্নকে আরও দীর্ঘ করি।

আজ ষোলই ডিসেম্বর।

বিপ্লবের জন্মদিন।

আজ ষোলই ডিসেম্বর।

অন্তরার জন্মদিন।

আজ ষোলই ডিসেম্বর!

আজ তার আব্বা হারানোর শোকের দিন!

আজ, আজ তার আনন্দ এবং দুঃখের দিন।

আব্বার কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছে বিপ্লবের।

মনে পড়ছে ফেলে আসা সেই সব সোনালী দিনের কথা।

মনে পড়ছে আব্বাকে হারানোর সেই অন্ধকার, সেই ভয়াবহ দিনটির কথা।

তারিখটি ছিলো ষোলই ডিসেম্বর।

হেমন্ত কাল প্রায় শেষ। শীতকাল আসার আগেই শীত নামা শুরু করেছে। দিনে গরম। রাতে শীত। এই এক মজার খেলা।

শেষ রাতে লেপ গায়ে না দিলে কষ্ট পেতে হয়।

ক'দিন থেকে বিপ্লবের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সারাদিন গায়ে জ্বর থাকে।

আম্মা খুব চিন্তায় পড়েন।

www.pathagar.com

আব্বা বলেন, ঋতু বদল হচ্ছে। এ সময় এমন একটু শরীর খারাপ করেই। তুমি ভেবোনা তো!

আব্বা পাড়ায় পাড়ায় শালিস-বিচার করেন।

গরু চুরি। ধান চুরি। মাছ চুরি। এমন কি মারামারি ও জমি-জিরাতের শালিসও তিনি করেন।

এমন একটা সময় ছিলো, যখন তাঁর শালিস সবাই মেনে নিতো। কেউ কোনো টু-শব্দটিও করতো না। কিন্তু সেই সময় এখন আর নেই।

এখন পাড়ার ছেলেরা আর তাঁর কথা মানতে চায়না। তাঁকে আগের মতো আর শ্রদ্ধা করে না।

যে মানুষটির সামনে কেউ জোর গলায় কথা বলতো না, সেই মানুষটির সামনে দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে হেঁটে যায় স্কুলে পড়া আট-দশ বছরের বেয়াদব ছেলেটিও।

আব্বা ধমক দেন, এই বিড়ি ফ্যাল! জানিসনে বিড়ি টানা ভালো না?

ছেলেটি বিড়ি ফেলে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যায়।

আব্বার মনে কষ্টের মেঘ জমে ওঠে।

ভাবেন, চারদিকে এতো খারাপ আবহাওয়া! এর ভেতর কিভাবে তিনি বিপ্লবকে গড়ে তুলবেন!

তাকে তো তিনি মানুষ করতে চান। সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। কোনো অন্যায় যেন বিপ্লবকে স্পর্শ করতে না পারে।

আব্বার মনটা আজ খুব খারাপ।

আম্মাকে বললেন, সময়টা ভালো যাচ্ছে না।

চারদিকে গণ্ডগোল।

আম্মা বললেন, কি হয়েছে?

আব্বা বললেন, সামনে খুব কঠিন সময়।

কেন?

সামনেই যুদ্ধ!

যুদ্ধ?

আম্মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আব্বা বললেন, ওসব নিয়ে তুমি ভেবোনা। বিপ্লব এবং অন্তরাকে অনেক

www.pathagar.com

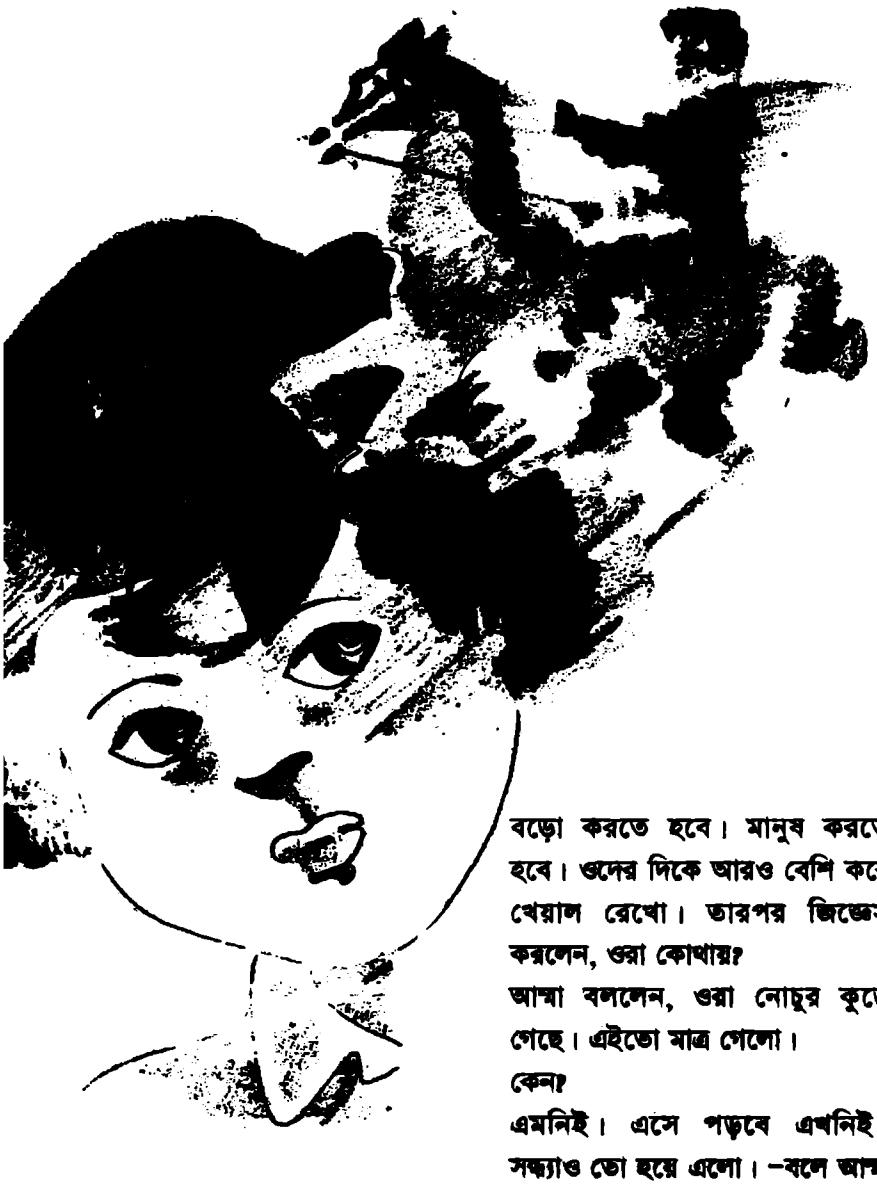

বড়ো করতে হবে। মানুষ করতে হবে। ওদের দিকে আরও বেশি করে খেয়াল রেখো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কোথায়?

আম্মা বললেন, ওরা নোচুর কুড়ে গেছে। এইতো মাত্র গেলো।

কেন?

এমনিই। এসে পড়বে এখনিই। সন্ধ্যাও তো হয়ে এলো। –বলে আম্মা

www.pathagar.com

ছাগল আর হাঁস-মুরগীর দিকে খেয়াল দিলেন।

বিপ্লবের কেবলই মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা!

আব্বা সন্ধ্যায় আমাকে ও অন্তরাকে পড়াতে বসতেন। বলতেন, ভালো করে পড়ো। লেখা-পড়া না শিখলে মানুষ হওয়া যায় না।

আব্বা বললেন, যারা লেখা-পড়া শেখে তারাই কেবল অনেক বড়ো হতে পারে। তারাই মানুষের দুর্দিনে সাহায্য করতে পারে। নিজেকে ভালো করে গড়তে পারে। নিজের মতো করে দেশটাকেও গড়তে পারে। যারা শিক্ষিত হয় তারা দেশকে ভালো বাসতে জানে। মানুষকেও ভালো বাসতে শেখে। দেশ এবং মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে অনেক আনন্দ।

তাই নাকি?

বিপ্লব ও অন্তরা আব্বার মুখের দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর তারা আবার লেখাপড়ায় মন দেয়।

আম্মা রান্না ঘর থেকে ভাত বেড়ে বারান্দায় নিয়ে আসেন।

বই-পত্র একপাশে তুলে রেখে সবাই খেতে বসে।

আব্বা বলেন, হারিকেনের ফিতাটা আর একটু তুলে দাও তো। ওরা ঝাপসা আলোয় ভালো দেখতে পাবে না।

আম্মা হেসে ওঠেন। হারিকেনের ফিতা তুলতে তুলতে বলেন, আপনিও তো কম আলো পছন্দ করেন না। উজ্জ্বল আলো না হলে আপনার একেবারেই চলে না।

আব্বা বললেন, ঠিক বলেছো। আমি সারা জীবন কেবল আলোকেই ভালোবেসেছি। আলো ছাড়া অন্ধকার কি কোনোদিন শান্তি আনতে পারে? পারেনা। যাদের ভেতর এই আলো নেই- তারা মূর্খ। তারা আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বোঝেনা। তাই তারা জীবনকে আলোকিত করতে পারেনা। তাই তারা দেশ ও মানুষের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সত্যিই আমার খুব ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে এই আলোকে ছড়িয়ে দিতে। সবাইকে সুখি এবং খুশি দেখতে আমার ভীষণ সাধ জাগে।

বলতে বলতে আব্বা একটি ভাতের লোকমা বিপ্লবের মুখে তুলে দেন। তারপর আর একটি লোকমা অন্তরাকে।

www.pathagar.com

আম্মাকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন, দেখো আমাদের বিপ্লব ঠিকই পারবে। দেখে নিও এই আলোকে ও দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

অন্তরা বললো, আমি পারবো না আব্বু?

নিশ্চয়ই পারবে।

তবে আমার কথা একবারও বলছো না কেন?

ও তাই তো? আসলে তোমাকে আমি বিপ্লবের মতোই ভাবি কিনা তাই আর আলাদা করে বলিনি। জানো মা মনি, যারা ভালো কাজ করে, ভালো হয়– তারা সবাই এক। তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবার যারা খারাপ, খারাপ কাজ করে– তারাও সবাই এক। তাদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। তাই বলে কিন্তু ভালো ও মন্দের মধ্যে অনেক তফাৎ। আকাশ আর পাতাল।

আম্মা সবার থালায় মাছের ঝোল তুলে দিতে দিতে বললেন, আপনিও এই সাথে খেয়ে নিলে ভালো হতো। রাত তো আর কম হলো না।

খাওয়া শেষ হলে এশার নামাজ পড়েন আব্বা।

তারপর বিপ্লবকে নিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়েন। ঘরে শোন আম্মা আর অন্তরা।

একটি মাত্র ঘর। একটি বারান্দা। যখন খুব শীত পড়ে তখন বারান্দায় একটি শাড়ি টাঙিয়ে দেন আম্মা।

ঝড় বৃষ্টি হলে বেশ কষ্ট পেতে হয়। ঝড় বৃষ্টির সময় প্রায় রাতে বিপ্লব আর অন্তরাকে বুকে জড়িয়ে বসে থাকেন আব্বা। পাশে আম্মা। তখন আর কেউ ঘুমুতে পারেনা।

সংসারে অভাব আছে সত্যি। কিন্তু এতোটুক দুঃখ নেই। কষ্টও নেই।

আব্বা এবং আম্মা এই শত অভাবের কষ্ট কেমন হাসিমুখে সহ্য করেন। বলেন, সোনা মনিরা বড়ো হলে আমাদের আর কোনো কষ্টই থাকবে না।

আরও ছোটো থাকতে বিপ্লবের পিঠে হাত বুলিয়ে না দিলে তার ঘুমই আসতোনা। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আব্বা পড়তেন ঃ

'ভুগোলটারে ভেঙে চুরে
নতুন করে গড়ো,
গড়ার জন্যে ভেঙে ফেলা
কাজটা অনেক বড়ো।'

www.pathagar.com

বিপ্লব জিজ্ঞেস করতো, এর মানে কি আব্বা?
আব্বা বলতেন, এখন ঘুমিয়ে পড়ো আব্বু। বড়ো হলে এর মানে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে।
বিপ্লব ঘুমিয়ে পড়তো।

আজ ষোলই ডিসেম্বর।
আব্বার চোখে যেন আজ ঘুম নেই।
তার মাথায় অনেক চিন্তা। অনেক ভাবনা।
আব্বা কি নিয়ে এতো ভাবেন?
অনেক রাত। চারদিকে ঘন অন্ধকার।
তার সাথে শীতের কুয়াশারা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। কাছের মানুষটিকেও দেখা যাচ্ছেনা।
বিপ্লবের গায়ে কাঁথাটা তুলে দিয়ে আব্বা ঘুমুতে চেষ্টা করলেন।
গাজীদের বাঁশবাগান থেকে শিয়াল ডেকে উঠলো।
পুবের মাঠ থেকেও শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক ভেসে আসছে।
উঠোনের কুলতলায় ঘুমিয়ে থাকে কুকুরটি। এতো রাতে সে কখনো ডাকে না।
কিন্তু আজ তার যেন কি হলো।
ঘেউ ঘেউ করে সে ডেকেই চলেছে।
আম্মা ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দায় এলেন।
আব্বা বললেন, ঘুম ভেঙে গেলো?
এতো চিৎকারের মধ্যে কি ঘুমানো যায়?
হারিকেনের ফিতাটা বাড়িয়ে দিতে দিতে আম্মা বললেন, আপনাকে একটা পান বানিয়ে দেবো?
দাও।
আম্মা যাঁতি দিয়ে সুপারি কাটছেন। আব্বাও গালে পানি নিয়ে কুলি করছেন।

www.pathagar.com

ঠিক এমন সময়ে বিকট শব্দ হলো।
তারা চমকে উঠলেন।
আম্মা বললেন, কিসের শব্দ?
আব্বা বললেন, গুলীর শব্দ!
গুলী? কোথায়? কেন?
আব্বা বললেন, সময়টা ভালো না।
আম্মা বললেন, কেন?
আব্বা বললেন, সামনেই যুদ্ধ!
আম্মার শরীর ভয়ে শিউরে উঠলো।
বললেন, যুদ্ধ? যুদ্ধ মানেই তো রক্ত! যুদ্ধ মানেই তো হত্যা, খুন! খুন এবং রক্ত!
আব্বা বললেন, হা-তাই। তবুও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।
জানিনে এর শেষ কোথায়!
কুলতলার কুকুরটি সারা উঠোনে ছুটাছুটি করছে এবং কি এক কষ্টে সে কেবলই ঘে-উঁ-ঘে-উ করে ডাকছে।
কুকুরটি ডাকছে এবং কাঁদছে।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই বিপ্লব দেখলো আব্বার বালিশটি খালি।
আম্মার কাছে জিজ্ঞেস করলো, আব্বা কোথায়?
আম্মা তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলেন না।
বিপ্লব ও অন্তরাকে বুকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।
অন্তরা জিজ্ঞেস করলো, আব্বা কোথায়? তুমি কাঁদছো কেন আম্মু?
আম্মার দু'চোখ দিয়ে কেবল পানি গড়িয়ে পড়ছে।
পুব আকাশের সূর্যটা একটু একটু করে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে।
শীতের সকাল।
নিদারুণ দুঃসংবাদটা বাতাসের আগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
একজন দু'জন করে লোক আসছে।

www.pathagar.com

দলে দলে লোক আসছে।
তারা আসছে এপাড়া ওপাড়া থেকে। আশ-পাশের গ্রাম থেকে।
সবাই কাঁদছে।
কাঁদছে আর বলছে, এমন ভালো মানুষ দু'-চারটি গ্রামেও খুঁজে পাওয়া ভার। সেই মানুষটিকে কারা হজম করে ফেললো? তিনি তো কারুর কোনো ক্ষতি করতেন না ? আহা, এমন ভালো মানুষটি আজ হারিয়ে গেলো?
কেউ বলে, কারা এসেছিলো? কারা তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলো? তারা কি বলেছিলো?
আম্মা বললেন, গভীর রাতে ক'জন লোক মুখ ঢেকে আস্তে করে তাঁকে ডাকলো। বললো, একটু উঠুন তো!
উনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। বললেন, কে, কারা?
ওরা বললো, আমরা। উঠলেই চিনতে পারবেন।
উনি উঠে বসে বললেন, ও-তোমরা? তা কি জন্যে এসেছো?
ওরা হাসলো। একে অপরের দিকে তাকালো।
ওদের ভেতর থেকে একজন বললো, আমাদের সাথে আপনাকে একটু যেতে হবে। ভয় নেই। আবার ফিরে আসবেন।
উনি বললেন, কেন?
ওরা কোনো জবাব দিলো না।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?
ওরা বললো, কিচ্ছু ভাববেন না। আমরাই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।
আমি দেখলাম, ওরা কুয়াশার ভেতর দিয়ে উনাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে নিয়ে যাবার দৃশ্যটাই কেবল দেখতে পেলাম। তারপর আর কিছুই জানিনে - বলতে বলতে আম্মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।
উঠোনে অনেক মানুষ।
তারা কাঁদতে কাঁদতে কেউ কেউ বেরিয়ে গেলো তাদের প্রিয় মানুষটিকে খোঁজার জন্যে।
একজন দু'জন করে সবাই চলে গেলো।
এখন বাড়িটি শূন্য।
এখন সন্ধ্যা।

www.pathagar.com

মাগরিবের নামাজ পড়ে আম্মা জায়নামাজে বসে কাঁদছেন।
বিপ্লব আর অন্তরা আম্মার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, সন্ধ্যা তো হয়ে গেলো, আব্বা কখন আসবে?
আম্মা নিরুত্তর। কেবল তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করছে। কোনো জবাব দিতে পারেন না।
বিপ্লব জিজ্ঞেস করলো, আব্বা কি সত্যিই আসবেন?
বিপ্লব ও অন্তরাকে বুকে জড়িয়ে আম্মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আসবে বাবা, আসবে।
আম্মার সাথে অন্তরাও আব্বা আব্বা বলে জোরে জোরে ডাকছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর ডাকছে। সবাই কাঁদছে। কিন্তু একবারের জন্যেও কাঁদলো না বিপ্লব।
তার চোখে কোনো পানি নেই।
তার ভেতর কোনো কান্না নেই।
সে কেবল মাঝে মাঝে ফুঁসে উঠছে।
সে অর্থাৎ বিপ্লব। ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠছে বিপ্লব।
বিপ্লবের ভেতর ক্রোধ এবং ঘৃণা ফুঁসছে।
হৃদয়ের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে প্রতিশোধের আগুন। তার চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।
এভাবেই জ্বলতে জ্বলতে বাড়তে থাকে বিপ্লব।
এভাবেই জ্বলতে জ্বলত বিপ্লব প্রতীক্ষায় থাকে। প্রতীক্ষায় থাকে, আব্বা আবার ফিরে আসবেন।
বিপ্লব অপেক্ষা করে।
অপেক্ষা করে সকাল থেকে সন্ধ্যা।
দিনের পর দিন। বছরের পর বছর।
বিপ্লব আব্বার জন্যে কেবলই প্রতীক্ষায় থাকে।

বিপ্লব বড়ো হচ্ছে। বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বেড়ে উঠছে একাকী। পৃথকভাবে। অন্যভাবে। তার পাশে কতো অন্যায়, অনিয়ম। কতো জুলুম

www.pathagar.com

অত্যাচার। চারপাশে দ্বন্দ্ব সংঘাত। হিংসা, হানাহানি, মারামারি, খুন জখম রাহাজানি।

এই দুষিত বাতাস শিক্ষাঙ্গনেও।

সেখানেও লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করে না। ভয় করে না। শ্রদ্ধা কিংবা ভালোও বাসেনা। ছাত্রদের ভেতর থেকে ক'জনই বা আর মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসে?

ক'জনইবা প্রকৃত মানুষ হয়?

তা না হোক।

বিপ্লবকে মানুষ হতে হবে। সে তো আর অন্য দশটা ছেলের মতো নয়। তার ভেতর আছে আব্বার আদর্শ। তার ভেতর আছে আব্বার উজ্জ্বল বিশুদ্ধ রক্ত।

যে রক্ত আব্বাকে কোনোদিন পরাজিত হতে দেয়নি। যে রক্ত আব্বাকে কোনোদিন মিথ্যেবাদী এবং অসৎ হতে দেয়নি। সেই রক্ত আছে তার ভেতর।

সেই পবিত্র রক্ত নিয়েই বেড়ে উঠছে সে।

এভাবেই বড়ো হচ্ছে।

জ্বলতে জ্বলতে বেড়ে উঠছে বিপ্লব।

বেড়ে উঠছে সকল অন্যায়কে দু'হাতে সরিয়ে। বেড়ে উঠছে আলোকিত পর্বতের মতো।

সবাই মনে করে,কারা যেন যুদ্ধের সময়ে আব্বাকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছে।

কিন্তু বিপ্লব জানে - আব্বা মরেননি। তাকে কেউ মারতে পারেনা। আব্বা বেঁচে আছেন। জেগে আছেন।

আব্বা জেগে না থাকলে আমি বড়ো হচ্ছি কিভাবে? বিপ্লব ভাবে।

সে ভাবে আর হাঁটে। হাঁটে আর ভাবে।

সন্ধ্যার পর।

হাঁটতে হাঁটতে পুব মাঠে চলে যায় বিপ্লব।

বামে নোচুরকুড়। ডানে এদোর বিল। সামনে বড়ো রাস্তা। রাস্তার ওপাশে কপোতাক্ষ।

www.pathagar.com

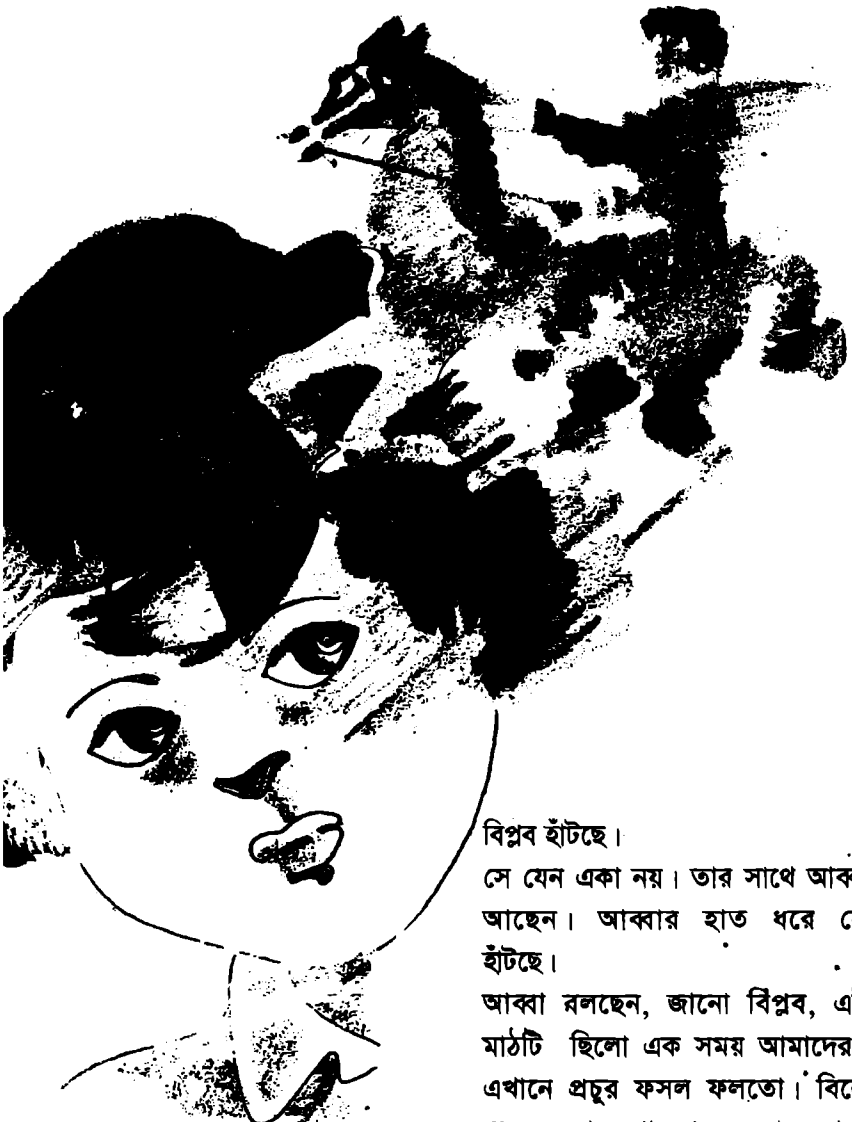

বিপ্লব হাঁটছে।

সে যেন একা নয়। তার সাথে আব্বা আছেন। আব্বার হাত ধরে সে হাঁটছে।

আব্বা বলছেন, জানো বিপ্লব, এই মাঠটি ছিলো এক সময় আমাদের। এখানে প্রচুর ফসল ফলতো। বিলে অনেক মাছ পাওয়া যেতো। মাঠে চরতো অনেক গরু ছাগল। খেজুর

www.pathagar.com

বাগানে ভরা ছিলো এই মাঠটি। কিন্তু আমাদের এই সম্পত্তি একটু একটু করে সবই গ্রাস করে নিলো দুষ্ট মহাজন। আমরা তারই চক্রান্তে এখন নিঃস্ব-দরিদ্র। থাক সে কথা।

আর ঐ যে কপোতাক্ষ! ওটার ওপর দিয়ে বহু দূর থেকে গহনা নৌকা বাদাম টাঙিয়ে দাঁড় বেয়ে বেয়ে ভিড়তো বাঁকড়ার ঘাটে। জানো বিপ্লব, সে একটা সময় ছিলো। যখন সবার মুখে মুখে হাসি ছিলো। নদী- বিলে মাছ ছিলো। ক্ষেতে ফসল ফলতো। সেই একটা সময় ছিলো, বুঝলে?

রাত গভীর হচ্ছে।

শীত বাড়ছে।

আব্বা বললেন, চলো ফিরে যাই বিপ্লব। রাত অনেক হলো।

অনেক রাত।

খাওয়া শেষ করে আব্বা বললেন, ঘুমাও বিপ্লব।

আব্বা তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ছড়া কাটছেন,

'মাঠ শুকনো
ঘাট শুকনো
শুকনো ভাতের হাঁড়ি,
পেট শুকনো
মন শুকনো
শুকনো হাতের নাড়ী।'

ছড়া শুনতে শুনতে আগে ঘুমিয়ে পড়তো বিপ্লব। আজ আর তার ঘুম এলো না।

এক সময় আব্বা ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিপ্লব ঘুমায় না। থার চোখে ঘুম নেই। তার চোখ জুড়ে রাতের অন্ধকার।

তবুও বিপ্লব ভাবে, এই রাতটুকু শেষ হলেই প্রভাত। আর প্রভাত মানে সূর্য।

সূর্য মানে দিন। আর দিন মানেই তো রাতের অবসান।

দিন মানেইতো অন্ধকার শেষ।

বিপ্লবের চোখ জুড়ে আব্বার স্বপ্ন। আব্বার প্রতিচ্ছবি। আব্বার অস্তিত্ব।

তার মনে হলো– আব্বা জেগে আছেন।

আজ ষোলই ডিসেম্বর। বিপ্লবের জন্ম দিন।

www.pathagar.com

আজ ষোলই ডিসেম্বর। অন্তরার জন্ম দিন।
আজ ষোলই ডিসেম্বর। আব্বা হারানোর দিন।
আজ ষোলই ডিসেম্বর!
বিপ্লবের বেড়ে ওঠার জন্যে শপথের দিন।
বিপ্লব বেড়ে উঠছে। সকল বাঁধার প্রাচীর ভেঙে সে বেড়ে উঠছে দ্রুত। বেড়ে উঠছে সূর্যের মতো।
আব্বা যেন হেসে ওঠেন অদৃশ্যের ছায়াপথ থেকে।
আম্মাকে বলেন, দেখেছো! আমাদের বিপ্লব কতো বড়ো হয়েছে? বাংলাদেশের মধ্যে তার মস্তক সবার ওপরে! অপরাজিত!
দেখেছো, আমাদের বিপ্লব আকাশ ছুঁয়েছে! সূর্যের আলোকে স্পর্শ করেছে!
দেখেছো, আমাদের বিপ্লব এখন সূর্যের প্রতীক!
বিপ্লবের মাথায় হাত রেখে আম্মাও হেসে বলেন,
সত্যিই! এভাবে তো কোনোদিন ভাবিনি!
এভাবো তো বিপ্লবকে কোনোদিন দেখিনি!
কি আশ্চর্য! আমার বিপ্লব, আমাদের বিপ্লব এতো বড়ো হয়েছে?
আব্বা বললেন, হ্যা। আরও দেখো, প্রতিটি ঘরে ঘরে একেকজন বিপ্লব বেড়ে উঠছে। ওরা প্রত্যেকেই একেকটি সূর্য। ওরা বিস্তারিত হচ্ছে। জ্বলে উঠছে।
ওদের একটিই মাত্র নাম। আর তা হলো–
জ্বলন্ত বিপ্লব।

ছোটো বেলা থেকেই বিপ্লবের খুব শখ একটি ঘোড়ার।
পৃথিবীতে এতো কিছু থাকতে তার ঘোড়ার প্রতি শখ কেন সে রহস্যের কথা কেউ জানে না।
বায়না মেটাবার জন্যে আব্বা তাকে একটি খেলনা ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট বয়সে।
ঘোড়াটি পেয়ে বিপ্লব খুব খুশি।

www.pathagar.com

সারাদিন তার খেলা ঘোড়ার সাথে।

পড়বার সময় টেবিলের ওপর, বই-এর এক পাশে তার খেলনা ঘোড়াটি রেখে দেয়। ঘুমুবার সময়ও সেটা তার বালিশের পাশে থাকে। মাঝে মাঝে ঘোড়াটিকে আদর করে। গায়ে তেল মাখিয়ে গোসল করায়। আবার কখনো বা ঘোড়ার কানে কানে কি সব চুপে চুপে কথা বলে।

ছেলের কান্ড দেখে আম্মা অবাক হন। হাসেন। আবার দুশ্চিন্তাও করেন। লেখাপড়া ছেড়ে-ছুড়ে ছেলে আবার এসব নিয়ে মেতে উঠলে সর্বনাশের শেষ থাকবে না।

আব্বা কিন্তু খুব শান্ত, ধীরস্থির। ঘোড়া নিয়ে খেলা করায় বিপ্লবকে তিনি কখনো বকেন না। শুধু খেয়াল রাখেন ছেলের লেখা-পড়ার কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না।

না, বিপ্লব লেখা-পড়ায় মোটেও অমনোযোগী নয়। বরং খুবই সিরিয়াস। ক্লাসে সে বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে। প্রথম হয়।

রাতে লেখা-পড়া শেষ করে ঘুমুবার আগে সে আব্বার কাছে প্রায়ই বায়না ধরতো গল্প শোনাবার জন্যে।

আব্বা তাকে গল্প শোনাতেন। রাজপুত্রের গল্প। ভূতের গল্প। পরীর গল্প।

বিপ্লব বলতো, ওসব পচা গল্প নয় আব্বু। বীর পুরুষের গল্প বলো। ঘোড়ার গল্প বলো।

আব্বা তাকে আদর করে আরও কাছে টেনে নিয়ে হেসে উঠতেন। বলতেন, তাহলে শোনো বখতিয়ারের গল্প।

আব্বা তাকে বখতিয়ারের গল্প শোনাতেন।

তিতুমীরের গল্প বলতেন।

শরীয়তুল্লাহ এবং খান জাহান আলীসহ সাহসী মানুষের গল্প শোনাতেন।

বলতেন- তাঁরা সবাই বীর পুরুষ ছিলেন। যোদ্ধা ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধ করতেন সত্যের পক্ষে। মিথ্যার বিরুদ্ধে।

আব্বার কাছে এসব বীর পুরুষের গল্প শুনতে শুনতে এক সময় বিপ্লবও ঘুমিয়ে পড়তো।

বিপ্লবকে নিয়ে আব্বা স্বপ্ন দেখতেন।

www.pathagar.com

স্বপ্ন দেখতেন ছেলে একদিন বড়ো হবে। অনেক বড়ো। মানুষের মতো মানুষ হবে। সৎ এবং সাহসী হবে। মানুষের জন্যে বিপ্লব ভাববে। তাদের মংগলের জন্যে কাজ করবে।

কিন্তু বিপ্লব বড়ো হতে না হতেই আব্বা ষোলই ডিসেম্বরের এক অন্ধকার রাতে হারিয়ে গেলেন।

আব্বার মৃত্যুতে বিপ্লব খুবই কষ্ট পেলো।

কয়েক মাস পর্যন্ত সে খুব মনমরা হয়ে থাকতো। কারুর সাথে মিশতো না।

কারুর সাথে খেলতো না। এমনকি লেখা-পড়াতেও তার মন বসতোনা।

স্কুল থেকে এসে সারাক্ষণ খেলনা ঘোড়াটি নিয়ে সময় কাটাতো।

কিন্তু একবারের জন্যেও সে কাঁদেনি।

বিপ্লবের অবস্থা দেখে আম্মা কষ্ট পেতেন। তাঁর সাথেও আজকাল বিপ্লব তেমন একটা কথা বলতে চায়না। অন্তরার সাথেও কথা বলে না। কেমন দূরে দূরে থাকে। নীরব-নিশ্চুপ।

আম্মা তাকে এক রাতে শোবার সময় কাছে ডেকে আদর করে বললেন, তুমি এতো মনমরা হয়ে থাকো কেন বিপ্লব?

বিপ্লব কোনো জবাব দেয়না।

আম্মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, আজকাল আমার সাথেও তেমন একটা কথা বলতে চাওনা। কেন, আমি কি তোমাকে আদর করিনে? ভালোবাসিনে?

বিপ্লব আম্মার গলা জড়িয়ে ধরে প্রথম, এই প্রথমবারের মতো জোরে কেঁদে উঠলো। বললো, আমার সামনে যে শুধু আব্বুর ছবি ভেসে ওঠে! আব্বুকে তো আমি ভুলতে পারছিনে আম্মু। আব্বু নেই এ কথা ভাবতে গেলেই আমার শুধু কান্না পায়।

আম্মার চোখেও শোকের অশ্রু। তবু চোখ মুছে ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মানুষ কি আর চিরকাল বেঁচে থাকেরে? প্রত্যেককেই তো একদিন না একদিন মরতে হবে। কেউ আগে, কেউ একটু পরে। তোমার আব্বার মৃত্যুটাতো আর মৃত্যু নয়! মৃত্যুর চেয়েও মহান। আমিও তো একদিন মরে যাবো! তখন? তখন কিভাবে সহ্য করবে?

www.pathagar.com

বিপ্লব বললো, তুমি ও কথা আর বলো না আম্মু! আমার বড়ো কষ্ট হয়।
কষ্ট কেনরে! এভাবেই আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। সব কিছু মেনে নিতে হবে। মন খারাপ করিসনে বিপ্লব! এত ভেঙে পড়লে সামনে চলবি কেমন করে?
আম্মার কথা শুনে বিপ্লব কিছুটা হাল্কা হলো। সে রাতে তার খুব ভালো ঘুম হলো।
ঘুমের ভেতর সে তার আব্বাকে দেখতে পেলো।
আব্বা যেন তার মাথায় হাত রেখে আদর করে বলছেন- বিপ্লব, তুমি কেঁদোনা। এইতো আমি তোমার পাশেই আছি। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। অনেক আশা। তুমি আমার সেই স্বপ্ন এবং আশাকে পূরণ করবে। কি পারবে না বিপ্লব? বলো, পারবে না?
হ্যা, পারবো আব্বু, নিশ্চয়ই পারবো। –বলে আব্বার গলায় হাত রাখতে গিয়েই বিপ্লব দেখে তার কাছে আব্বা নেই। সে ঘুমের মধ্যেই আব্বু-আব্বু বলে জোরে কেঁদে উঠলো।
আম্মা বললেন, কিরে বিপ্লব, স্বপ্ন দেখেছিস নাকি?
বিপ্লব কোনো জবাব দিলো না। তার দু'চোখ বেয়ে গরম পানির ধারা গড়িয়ে পড়ছে। কেবলই কাঁদছে সে। কেবলই।
সময় দ্রুত সামনে এগুতে থাকে। বেগবান স্রোতের মতো।
আব্বার মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে বিপ্লব লেখাপড়া করছে। তবুও সে ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিলো।
তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেলো আরও দু'বছর।
সামনে মেট্রিক পরীক্ষা।
লেখাপড়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত বিপ্লব। একটি মুহূর্তও সে অপচয় করে না।
তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে আব্বার কথা। মনে পড়ে আব্বার স্বপ্ন এবং আশার কথা। আর যখনই মনে পড়ে তখনই সে লেখাপড়ায় আরও বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে।
মেট্রিক পরীক্ষায় বিপ্লব সত্যিই খুব ভালো রেজাল্ট করলো। প্রথম বিভাগতো পেয়েছে, মেধা তালিকায়ও তার স্থান আছে। ছেলের সাফল্যে আম্মার আনন্দের আর শেষ নেই।

www.pathagar.com

কলেজে পড়বার সময়েই বিপ্লবের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জানে বিপ্লব ছাত্র হিসেবে যেমন ভালো তেমনি সৎ।

আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী পর্বত। এজন্যে তাকে সবাই ভালোবাসে আবার ভয়ও করে।

আম্মা আশংকায় থাকেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর যা অবস্থা!

লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছাত্ররা অস্ত্রবাজিতে মেতে উঠেছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশও নেই। না জানি বিপ্লব কখন কি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়ে।

বেলা বারটার দিকে ক্লাস শেষ করে বিপ্লব কলেজের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো, কলেজ চত্বরে ছাত্রদের জটলা। বেশ উত্তেজনাও চলছে।

বিপ্লব এক পা দু'পা করে সেদিকে এগিয়ে গেলো। বুঝলো, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে দ্রুত জটলার ভেতর প্রবেশ করে দেখলো, তার বন্ধু আজাদকে কিছু ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী গুন্ডারা নির্মমভাবে মারছে।

বিপ্লব মুহূর্তেই হুংকার দিয়ে উঠলো।

বিপ্লবকে দেখে তারা দ্রুত চলে গেলো। যাবার সময় একজন দস্যু পিস্তলের গুলী ছুঁড়লো।

গুলীটি লাগলো বিপ্লবের ডান পায়ের ওপরের অংশে।

আজাদ এবং বিপ্লবকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়া হলো। তারা হাসপাতালের পাশাপাশি বেডে শুয়ে যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাদের দৃষ্টিতে প্রেম, ভালোবাসা, সমবেদনা এবং সত্যের পক্ষে সাহসের বিদ্যুৎ ছিটকে পড়ছিলো।

দুঃসংবাদটি পেতেই আম্মা হাসপাতালে ছুটলেন। দেখলেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে বিপ্লব।

ছেলেকে দেখে আম্মা ডুকরে কেঁদে ফেললেন।

বিপ্লব বললো, কেঁদো না আম্মু। এইতো আমি ভালো আছি।

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আজাদ ও বিপ্লব বাড়ি ফিরে এলো। তার পা এখনো ভালো হয়নি।

পায়ের যন্ত্রণায় রাতে প্রায়ই ঘুম হয় না বিপ্লবের।

নির্ঘুম চোখে বিপ্লব ভাবে, এর শেষ কোথায়? এই সন্ত্রাস, এই হত্যা, এই

www.pathagar.com

রক্তপাত, এই নির্যাতন - আর কতোকাল চলবে? কবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরে আসবে? কবে ছাত্ররা নির্ভয়ে কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারবে? কবে দেশের মানুষ যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম আর নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে? সে কবে?

ভাবতে ভাবতে এক সময় যন্ত্রণাকাতর– ক্লান্ত বিপ্লব ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে তার আব্বাকে দেখতে পায়।

আব্বা যেন বলছেন, হবে। নিশ্চয়ই প্রশান্ত হবে পৃথিবী। তোমরা সাহসের সাথে এগিয়ে যাও।

বিপ্লব বললো, আব্বু তুমি আমাকে একবার, অন্তত আর একবার সেইসব সাহসী বীর পুরুষের গল্প শোনাও না! সেই যে ঘোড়ার গল্প। বখতিয়ারের গল্প। শরীয়তুল্লাহ আর তিতুমীরের গল্প!

আব্বা বললেন, এবার আর গল্প নয় - তাঁদেরকেই দেখো। ওই যে তাঁরা ঘোড়া দাবড়িয়ে তোমাকে স্বাগত জানাতে এদিকেই আসছেন!

বিপ্লব দেখলো, সত্যিই একদল দুরন্ত অশ্বারোহী তার দিকে এগিয়ে আসছে, তাঁদের চোখে মুখে ঈমান এবং সাহসের বিদ্যুৎ।

বিপ্লব জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

আমি বখতিয়ার।

আপনি?

আমি তিতুমীর।

তারপর?

শরীয়তুল্লাহ

তারপর?

আওরঙ্গজেব।

তারপর?

খানজাহান আলী।

তারপর?

শাহজালাল।

তারপর?

সত্যের পক্ষে আমরা সহস্র অশ্বারোহী। আর এই দেখো একটি তাজি

www.pathagar.com

ঘোড়া। এটা তোমার জন্যে, কেবল তোমারই জন্যে বিপ্লব!

ঘুমের গাঢ় আবরণ ফেলে বিপ্লব একটি শক্ত-সবল ঘোড়ায় চড়ে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেবলই সম্মুখে।

আঁধার কেটে কেটে।

কুয়াশা ভেদ করে। পর্বত ডিঙিয়ে।

সমুদ্র পার হয়ে।

তার দুরন্ত ঘোড়াটি ছুটে চলেছে একেকটি মহাদেশ পার হয়ে অন্য আর একটি মহাদেশে।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

বিজয়ের উল্লাসে ক্লান্তহীন বিপ্লব ঘোড়া দাবড়িয়ে সম্মুখে ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে।

হঠাৎ আম্মার ডাকে বিপ্লবের স্বপ্নের পর্দাটি সরে গেলো।

চোখ খুলেই বিপ্লব দেখলো-বাইরে সোনালী সূর্যের বিশ্ব-বিজয়ী এক চমৎকার হাসির ছটা।

মফস্বল কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলো বিপ্লব।

ছেলের লেখাপড়া নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন আম্মা। বললেন, এবার কোথায় ভর্তি হবি কিছু ভেবেছিস?

বিপ্লব বললো, হ্যা ভাবছি আম্মু। ঢাকায় নাজিম ভায়ের কাছে চিঠিও লিখেছি। দেখি তিনি কি জবাব দেন।

আম্মা বললেন, কোন নাজিমের কথা বলছিস?

কেন, নাজিম ভাইকে চিনলে না? ওই যে গতবার যিনি আমাদের এখানে এসেছিলেন। দুই রাত আমাদের বাসায় ছিলেন। তুমিই তো তখন বলেছিলে, ছেলে তো নয়, যেন ফেরেশতা। এতো ভালো ছেলে আর হয়না। সেই নাজিম ভাই, বুঝলে!

আম্মা বললেন, ও। সত্যিই ছেলেটি খুব ভালো। কি সুন্দর ব্যবহার। দেখিস,

www.pathagar.com

ছেলেটি একদিন অনেক বড়ো হবে।

বিপ্লব হেসে উঠলো। বললো, নাজিম ভাইতো বড়োই। স্বভাবে, চরিত্রে, আদর্শে এবং যোগ্যতায় তিনি অনেক বড়ো আম্মু। ছাত্র হিসাবেও দারুণ।

তাই বুঝি! আম্মা শুনে খুব খুশি হলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তা তুই ওকে কি লিখেছিস?

বিপ্লব বললো, আমার ভর্তির ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছি। আমাদের সমস্যার কথা তো তিনি জানেন। আমি যে ঢাকায় লেখাপড়া করতে চাই তাও তাকে জানিয়েছি।

আম্মা বললেন, হ্যা তাই দেখ। চেষ্টা তো করতে হবে। বাকীটা আল্লাহর হাতে।

লেখাপড়ার চাপ নেই। তবুও বিপ্লব খুব ব্যস্ত। সকালে বেরিয়ে যায়। ফেরে অনেক রাতে। ক্লান্ত অবস্থায়।

আম্মা জিজ্ঞেস করেন, কিরে বিপ্লব! তোর এতো ব্যস্ততা কিসের? সারাদিন তুই কোথায় থাকিস? এই অবসরে অন্তরার লেখাপড়ার দিকে একটু খেয়াল দিলেও তো পারিস।

বিপ্লব বললো, অন্তরার দিকে খেয়াল দিতে বলছো? ও আমার চেয়েও লেখাপড়ায় ভালো। আমি ওকে কি পড়াবো? ওইতো আমাকে পড়াতে পারে। বলে বিপ্লব হেসে উঠলো।

অন্তরা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। বললো, ভাইয়া তুমি যে কি! এমনভাবে বলছো কেন? অবশ্য কথা বলাটা ভালোই শিখেছো। তোমার কথায় যে কেউ গলে যেতে পারে।

সত্যিই তুই খুব ভালোরে অন্তরা!

আম্মা বললেন, নে খুব হয়েছে। এবার চল, তোরা খাবি।

রান্নাঘরে বসে খেতে খেতে আম্মা বললেন, ওহ্, বলতেই ভুলে গেছি। আজ তোর নামে একটি চিঠি এসেছে।

খেতে খেতে বিপ্লব বললো, কই দেখি তো! অন্তরা নিয়ে আয়। কোথা

www.pathagar.com

থেকে এসেছে ?

অন্তরা উঠতে উঠতে বললো, কোথা থেকে এসেছে তা কি করে বলবো? চিঠির ওপর তো তার কোনো ঠিকানা লেখা নেই।

আম্মা বললেন, যা না! চিঠিটা আনলেই তো হয়।

অন্তরা চিঠি এনে দিলে বিপ্লব দ্রুত সেটা খুলে বললো, আম্মু! নাজিম ভাই লিখেছেন।

খেতে খেতেই চিঠি পড়া শেষ করে বিপ্লব বললো, সু-খবর।

আম্মা বিপ্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি লিখেছে?

নাজিম ভাই লিখেছেন খুব তাড়াতাড়িই ঢাকায় যেতে। ভর্তির ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করবেন।

অন্তরা বললো, তা কবে যাচ্ছো ভাইয়া?

দু'একদিনের মধ্যেই যেতে হবে। দেরি করা যাবে না।

পরদিন সামাদ স্যার সবশুনে বললেন, তা কখন যাচ্ছো বিপ্লব?

বিপ্লব বললো, তাড়াতাড়ি যাবো স্যার।

স্যার কয়েকটি চিঠি দিয়ে বললেন, এই চিঠিগুলো ঢাকায় গিয়েই প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিও। নিজে যাবে। এদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। তোমার সমস্যার কথা জানাবে। এরা আমার বন্ধু। আপনজন। কাছের মানুষ। আশা করি তোমাকেও তারা আপন ভেবে কাছে টেনে নেবেন।

বিপ্লব চিঠিগুলো হাতে নিতে নিতে বললো, স্যার! আপনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো। - বলতে বলতে বিপ্লবের চোখ ছলছল করে উঠলো।

পাগল ছেলে! বলে স্যার বিপ্লবের মাথায় স্নেহের হাত রাখলেন।

দু'দিন পর ঢাকায় যাবার জন্যে বিপ্লব প্রস্তুত হলো।

আম্মা এবং অন্তরা কাঁদছে। আম্মা বললেন, তুই চলে গেলে বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে। অন্তরাও বড্ডো একা হয়ে যাবেরে!

বিপ্লবেরও খুব কষ্ট হচ্ছিলো। চোখের পানি আটকে বললো, অন্তরা একা হয়ে যাবে কেন? আমি তো সব সময় যোগাযোগ রাখবো। তাছাড়া তুমি তো আছোই।

www.pathagar.com

আম্মা কানতে কানতে বললেন, বিদেশ বিভূঁইয়ে সাবধানে থাকিস বাপ! সেখানে তো আর আপন বলতে তোর কেউ নেই!

ভ্যাপসা গরম।

চারদিকে আগুনের হলকা ছুটছে। মানুষের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে।

এই দাবদাহের মধ্যে বিপ্লব ঢাকা পৌঁছে গেলো।

নাজিম ভায়ের চিঠিতে বিস্তারিত ঠিকানা লেখা আছে। পকেট থেকে সেটা বার করে আবার দেখলো বিপ্লব।

বিপ্লব শুনেছে যে ঢাকা শহরে বাসা খুঁজে বার করা আর যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রায় সমান কথা।

তবু বাসাটা খুঁজে পেতে তার তেমন কোনো কষ্ট হয়নি।

ছোট্ট একটি টিনের গেইট। ওটা পার হলেই নাজিম ভায়ের বাসা। বিপ্লব গেইট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

বাসার দরোজাটি খোলা।

বাতাসে দরোজার পর্দাটি উড়ছে।

বিপ্লব বুঝলো, নাজিম ভাই তাহলে বাসায় আছেন। সে একবার পর্দার ভেতর উঁকি দিলো। দেখলো, নাজিম ভাই পাশ ফিরে শুয়ে আছেন।

বিপ্লব বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলো।

মাথা না তুলেই নাজিম ভাই জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি, আমি বিপ্লব।

নাজিম ভাই মুহূর্তেই বিছানা থেকে উঠে বসলেন। বললেন, ও বিপ্লব! এসো, ভেতরে এসো।

বিপ্লব ঘরে উঠতে উঠতে বললো, কেমন আছেন নাজিম ভাই?

ভালো আছি। বলতে বলতে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। বললেন, তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো তো?

বিপ্লব উত্তর দেবার সময় খেয়াল করলো, নাজিম ভাই কেমন যেন কাঁপছেন। সে তার মাথায় হাত দিয়ে বললো, ইস্ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মাথায় পানি দিয়ে দেবো?

এক রুমের এই বাসায় আর কেউ থাকে না।

বিপ্লব দ্রুত মাথায় পানি দেবার ব্যবস্থা করলো।

নাজিম ভাই বললো, পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

বিপ্লব বললো, ওসব কথা পরে হবে। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ওষুধপত্র কিছু আছে, নাকি আনতে হবে?

নাজিম ভাই হাসলেন। বললেন, ভয় নেই। এইতো সিটামল খেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তুমি জামা-কাপড় পালটিয়ে বিশ্রাম নাও। দুপুরে সম্ভবত খাওনি। রান্না করতে জানো? না হলে হোটেল ছাড়া কিন্তু এখন আর কোনো পথ নেই।

বিপ্লব বললো, সে সবের কোনো দরকার নেই। গাবতলীতে নেমে আমি হোটেলে খেয়ে নিয়েছি।

নাজিম ভাই বললেন, কষ্ট করতে হবে বলেই কি খেতে চাচ্ছো না?

বিপ্লব লজ্জিত হলো। বললো, তা নয়। সত্যিই আমার এখন খিদে নেই।

নাজিম ভাই কেন জানি হাসলেন। তারপর খাটের নিচ থেকে মুড়ির টিন বার করে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নাও খাও।

নাজিম ভাইও মুড়ি খাচ্ছেন। খেতে খেতে বললেন, জানো, এডিসন কিন্তু একটি চমৎকার কথা বলে গেছেন।

কি?

এডিসন বলেছেন, বিনা কষ্টে ও শ্রমে কেনা যায় এমন কিছুই নেই যা সত্যিকার দামী। কথাটি কিন্তু আমাদের মনে রাখা জরুরী।

বিপ্লব বললো, ঠিক। সম্ভবত তার চেয়েও বড়ো কথা-চেষ্টা ছাড়া মানুষ কিছুই পারে না।

এইতো আমার চেয়েও তুমি বেশ সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছো। তাহলে এবার চা বানাতে আমাকেই তো উঠতে হয়। বলেই নাজিম ভাই খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

বাধা দিতে গিয়েও পারলো না বিপ্লব।

আপ্যায়নের ব্যাপারে নাজিম ভাই বরাবরই একরোখা। জেদী। নিজের সামান্যতম সাধ্য থাকা পর্যন্ত তিনি কাউকেই এতটুকু সুযোগ দেননা।

www.pathagar.com

নাজিম ভাই চা বানাতে গেলে বিপ্লব একবার সারা রুমটিতে চোখ বুলিয়ে নিলো।

পরিবর্তন তেমন কিছুই হয়নি। পরিচ্ছন্ন সেই পুরনো দু'টো পাজামা পাঞ্জাবী, সামান্য আসবাবপত্র এবং দু'টি লুঙ্গি।

এই শাদা-মাটা পোশাকেই যেন নাজিম ভাইকে মানায় ভালো। পরিবর্তনের মধ্যে যেটি চোখে পড়ার মতো সেটা হলো– বই। বই-এর স্তূপ।

চা খেতে খেতে নাজিম ভাই বললেন, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সার্কুলার দিয়েছে। আমার এখানে থেকে পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুতি নাও।

নাজিম ভায়ের বাসায় থেকে কিছু দিনের মধ্যেই বিপ্লব ভর্তি পরীক্ষা দিলো এবং ভর্তি হবার সুযোগও পেয়ে গেলো।

নাজিম ভাই খুব খুশি হলেন। ভর্তির ব্যাপারে তিনি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করলেন।

এর মধ্যে দেখতে দেখতে চলে গেছে কয়েকটি মাস। এক রাত্রে বিপ্লব বললো, আম্মা চিঠি পাঠিয়েছে। বাড়ি যেতে বলেছে।

নাজিম ভাই বললেন, বেশতো! এখন ভার্সিটি বন্ধ। এই সুযোগে কিছুদিন বেড়িয়ে এসো।

আম্মার চিঠিটা পাবার পর বিপ্লবের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলো, কি এমন জরুরী কাজে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছে?

ভাবলো, কিন্তু কিছুই সে বুঝতে পারলো না।

আম্মার নির্দেশ বলে কথা! যতো কাজই থাকনা কেন, তার কথা অমান্য করা যায় না।

বিপ্লব তড়িঘড়ি করে রওয়ানা হয়ে গেলো রাতের গাড়িতে।

রাতের গাড়িতে ভ্রমণ করার মধ্যে অন্য রকমের এক আনন্দ আছে।

চারপাশ নিঝুম নিস্তব্ধ। থমথমে অন্ধকার।

সামনে গাড়ির হেডলাইটের আলো। শাঁ শাঁ গতিতে ছুটে যায় গাড়ি। সামনের দিকে।

www.pathagar.com

গাড়ির মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে থাকেন। আবার কেউবা একাকী জেগে আকাশ কুসুম চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

রাতের গাড়িতে দূরের যাত্রায় বিপ্লব খুব আনন্দ পায়।

গাড়িতে ঘুমানোরঅভ্যাস তার একেবারেই নেই।

যতদূরের পথই হোক না কেন, বিপ্লবের কিছুতেই ঘুম আসবেনা। সে তাকিয়ে থাকে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে।

টিকেট নেবার সময় সে দেখে-শুনে গাড়ির জানালার পাশে সিট নেয়।

নৌকা বা লঞ্চে উঠলে সামনে বা ফাঁকা জায়গায় একাকী চুপ করে বসে থাকে।

বসে বসে চারদিক দেখতে দেখতে যেতে তার ভীষণ ভালো লাগে।

দেখতে দেখতে যাওয়া, ভাবতে ভাবতে যাওয়া, নিজের সাথে ও প্রকৃতির সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলার ভেতর মজাই আলাদা।

এই মজাটুকুর প্রতি বিপ্লবের এতোই দুর্বলতা যে সে ইচ্ছে করেই রাতের গাড়িতে দূরের পথে যাত্রা করে।

দিনের গাড়িতে আবার এই মজাটা থাকেনা।

তখন গাড়ির ভেতরে হৈ হুল্লোড় আর চেঁচামেচি লেগেই থাকে। এই চেঁচামেচি আর কোলাহল সে একদম সহ্য করতে পারে না। তার বমি বমি লাগে। গা গুলিয়ে ওঠে। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থার শিকার হয় বিপ্লব।

গাড়ি কি ভীষণ গতিতে চলছে!

শহর ছাড়িয়ে, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, রাতের অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ভেদ করে শাঁ শাঁ গতিতে ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

প্রায় আট ঘন্টার পথ।

এই দীর্ঘ সময় ধরে গাড়িতে ঠায় বসে থাকতে হবে। কম কষ্টের কাজ নয়। অসীম ধৈর্যের ব্যাপার।

বিপ্লবের এসব ব্যাপারে ধৈর্য আছে।

তবে তার সবচেয়ে খারাপ লাগে ফেরি পারাপার হলে। ফেরিতে গাড়ি পার করার নাম শুনলেই তার গায়ে জ্বর নেমে আসে। দীর্ঘ দুই আড়াই ঘন্টা যাবত ফেরিতে অপেক্ষা করার সেকি কষ্ট!

www.pathagar.com

তবুও উপায় নেই। তাদের বাড়ি যাবার পথটিতো এমনি। বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। আর আছে প্লেন। সেতো বিপ্লবের কাছে কেবল সোনার হরিণ। সেই বিলাসিতার প্রতি তার কোনো ঝোঁকও নেই।

আগে ফেরিতে এতো সময় লাগতো না। এখন লাগে।

তার কারণ পদ্মার মাঝেই বড়ো বড়ো চর জেগে উঠেছে। আর আছে অসংখ্য ডুবো চর। পদ্মার পানিও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। যতোই পানি কমছে আর চর জাগছে, ততোই পদ্মা হয়ে উঠছে এদেশের জন্যে ভঁয়াবহ। পদ্মার দু'পাড়ের বাসিন্দাদের চোখে তো চিন্তায় ঘুম নেই।

তাদের মনে সুখ নেই।

জীবনে আরাম নেই।

বর্ষার সময় দু'পাড় ভেঙ্গে পদ্মা ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসংখ্য ঘর বাড়ি।

স্বপ্নের ফসল।

আর শুকনো মৌসুমে প্রায় শুকিয়ে ওঠে পদ্মা। তখন লঞ্চ ফেরি তো দূরের কথা, বড়ো নৌকাগুলোও খুব কষ্ট করে পথ দেখে দেখে হিসেব করে চলে।

সবাই জানে, পদ্মার এই ভয়াবহ করুণ অবস্থার জন্যে দায়ী একমাত্র ভারত। ফারাক্কার মরণ বাঁধ বাংলাদেশের মানুষের এই দুর্দশার কারণ।

কতো হৈ চৈ, কতো মিটং সিটিং হচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না।

বিপ্লব ভাবে, এর একমাত্র উপায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম!

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের ফারাক্কা বাঁধকে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এর জন্যে প্রয়োজন এদেশের প্রতিটি কিশোর আর যুবকের সম্মিলিত শক্তির।

সে জানে, সম্মিলিত শক্তি আর কণ্ঠকে কেউ রুখতে পারে না।

আহ! যদি এখুনিই এদেশের সকল কিশোর-যুবক এভাবে সংঘবদ্ধ হতে পারতো! তাহলে কতোই না ভালো হতো!

গাড়িটি প্রায় অর্ধেক পথ এসে গেছে। এখনো সামনে চার ঘন্টার পথ।

ফেরি পার হবার পর থেকে বিপ্লবের শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছে, কবে সেই শুভ দিনটি আসবে, যেদিন আমাদের নদীগুলোকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা যাবে, আমাদের দেশের মনুষের মনে স্বস্তি আর হাসিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিপ্লব মাঝে মাঝে হতাশ হয়। আবার মুহূর্তেই সাহস ফিরে পায়। ভাবে, নিশ্চয় হবে। দিন এক রকম যায়না। সময় পরিবর্তনশীল। আজকের দিনে এদেশের যারা

www.pathagar.com

ফারাক্কাকে মেনে নিচ্ছে, কাল তাদের ছেলেরাই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এটাই স্বাভাবিক। অধিকার আদায়ের ব্যাপারটি অনেক বড়ো। নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে কেইবা আর অপ্রত্যাশিত কষ্টকে বরণ করতে চায়? এমন পাগল কেউ কি আছে? একে একে সবাই যখন অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠবে, তখনই তো কাংখিত সফলতা পাওয়া যাবে।

গাড়ির জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে এসব ভাবছে বিপ্লব।

হঠাৎ তার কানে ইংরেজী গানের কয়েকটি কলি ভেসে উঠলো।

ইংরেজী গান তেমন ভালো না বুঝলেও কিছু কিছুতো বোঝা যায়। খুব বাজে একটা গান। আর তার ধুম ধাড়াক্কা বাজনাটা একেবারেই অসহ্য।

বিপ্লবের একটুও ভালো লাগে না।

গান যদি গানের মতো না হয় তাহলে তা শোনাও যায় না।

বিপ্লব চিৎকার করে বললো, ড্রাইভার সাহেব! ক্যাসেট বন্ধ করুন।

বিপ্লবের কথা ড্রাইভার যেন শুনতেই পায়নি।

ক্যাসেট থামলো না। বিপ্লবের দু'চোয়াল রাগে আর ক্ষোভে শক্ত হয়ে গেলো। সিট থেকে উঠে সে ড্রাইভারকে বললো, বলেছি তো ক্যাসেট বন্ধ করুন।

ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে বললো, একি বলেন? সবাই তো এই গানই পছন্দ করে। সত্যিই আপনি আজব লোক !

বিপ্লব বললো, গাড়ির প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের পছন্দের কথা আপনি কিভাবে বুঝলেন? ক্যাসেট বন্ধ করবেন কিনা বলুন।

ড্রাইভার ক্যাসেট বন্ধ করতে বাধ্য হলো।

সিটে ফিরে এসে বিপ্লব একটা দম ছেড়ে বললো, আসলে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। আমরা কিশোর-যুবকরা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি তার মূলে এরাই দায়ী। আমাদেরকে এরাই নষ্ট করে দিচ্ছে। যত্তোসব বদমাশ!

রাগে ঘৃণায় বিপ্লব কয়েকবার থু থু ফেললো জানালার ফাঁক দিয়ে।

ক্যাসেট বন্ধ হলেও বাকী পথটা বিপ্লবের জন্যে কষ্টকর হয়ে গেলো। কিছুতেই সে আর স্বাভাবিক থাকতে পারছিলো না। বার বার মনে একটি কষ্টের কাঁটা তীব্রবেগে গেঁথে যাচ্ছিল।

কেবলই ভাবছিলো, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

www.pathagar.com

আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দুষ্ট লোকেরা?

চারদিকে যে পচন, নীতিহীন সন্ত্রাস, অবক্ষয় আর কিশোর যুবকদের জীবনের অপচয় শুরু হয়ে গেছে, এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

এভাবে চললে তো আমরা আর মানুষের যোগ্য থাকবো না। এদেশ তো একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। তখন শুধু অন্ধকারের কালো মেঘ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

বিপ্লব আবার ভাবে, অন্ধকার যতোই থাক, এর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে প্রত্যাশিত সূর্যকে স্পর্শ করতে হবে। মুঠো ভরে আলোর শিখা এখানে আনতেই হবে। এর জন্যে আমাদের মতো তরুণদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

ঠিক সময় মতো গাড়িটি ঝিকরগাছায় এসে পৌছুলো।

বাস থেকে নেমে বিপ্লব কপোতাক্ষর ঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। সামান্য পথ।

তারপর লঞ্চে আরও দশ মাইল তাকে যেতে হবে।

আম্মা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আম্মা আর অন্তরার মুখ বিপ্লবের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তার আর দেরি সইছে না।

বিপ্লব কপোতাক্ষর ঘাটে এসে দাঁড়ালো। এই সাত সকালে একটি লঞ্চও যেতে চাচ্ছে না। তাদের আর কোনো যাত্রী নেই। পোষাবে না। আরও কতো কি অজুহাত।

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ দেখলো না বিপ্লব।

সে বসে আছে কপোতাক্ষর পাড়ে।

বেশ কয়েকমাস পর। আজ প্রাণ ভরে দেখছে তার অতিপ্রিয় কপোতাক্ষকে। কপোতাক্ষর সেই যৌবন এখন আর নেই।

পানি শুকিয়ে সাপের লেজের মতো একেবারে সরু হয়ে গেছে। ফারাক্কার কারণে অন্যান্য নদীর মতো একদিন কপোতাক্ষও হয়তো বা শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

গভীর বেদনায় তার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। সে অপলকে চেয়ে আছে শীর্ণ কপোতাক্ষর দিকে।

এ সময়ে সে লক্ষ্য করলো, দূর থেকে একটি যাত্রীবোঝাই লঞ্চ আসছে। লঞ্চটি যতোই নিকটে আসছে, ততোই বিপ্লব শিহরিত হচ্ছে।

কেনোনা এই লঞ্চটি আসছে তার প্রিয় জন্মভূমি বাঁকড়া থেকে।

যাত্রীরা নিশ্চয়ই তার পরিচিত। বহুদিন পর আপনজনদেরকে দেখার আনন্দই আলাদা!

লঞ্চটি কাছে আসতেই বিপ্লব দেখলো, যাত্রীদের প্রায় সবাই তার বন্ধু-বান্ধব। তার একান্ত আপনজন।

গ্রামে থাকতে যাদের সাথে সে মিশতো, খেলতো, কাজ করতো, আড্ডা দিতো তারাই দল বেধে আসছে।

বিপ্লবের মনের ভেতর খুশির ঢেউগুলো মুহূর্তেই দুলে উঠলো।

ধীরে ধীরে লঞ্চটি ঘাটে এসে ভিড়লো।

বিপ্লব এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে কথা বললো।

অন্তরা এবং আম্মার কুশল জানতে চাইলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, কিরে তোরা দল বেধে কোথায় যাচ্ছিস? নিরুদ্দেশে যাত্রা করলি নাকি?

ওরা বললো, নিরুদ্দেশেই বটে। তোকে পেয়ে ভালোই হলো। চল, আমাদের সাথে তোকে যেতে হবে।

বিপ্লব জিজ্ঞেস করলো, কোথায়? আমি তো বাড়ি যাচ্ছি।

ওরা বললো, বাড়ি যাবার আরও সময় পাবি। সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেতে পারবো।

তাদের ভেতর থেকে একজন বিপ্লবের হাত ধরে বললো, চলতো! অতো কথার দরকার কি?

বিপ্লব জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবো সেটা তো বলবি?

একজন জবাব দেবার আগেই আজিজ চমৎকার অঙ্গভঙ্গি করে আবৃত্তি করলো ঃ

'ছেলেরা আর ছোট্ট নয়
চোখ রাঙালে পায় না ভয়

www.pathagar.com

পানি নেয়াও সহজ নয়
মুন্ডু কাটা আনিতে,
দিসনে হাত পানিতে।'

তারপর ভারতের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললো,

'ডাইনী দেবীর চামচা ঝি
ফারাক্কা তোর বাবার কি?'

সবাই একসাথে হেসে উঠলো। তারপর বললো, আমরা মিছিলে যাচ্ছি বুঝলি, মিছিলে।

মিছিলে? বিপ্লব আশ্চর্য হলো।

হ্যা, মিছিলে। ভয় পাচ্ছিস নাকি?

বিপ্লব বললো, না মিছিলে আমার কোনো ভয় নেই।

ওরা বললো, সে আমরা জানি। তুই-ইতো আমাদেরকে মিছিল করা শিখিয়েছিস। সেই সব মিছিলের নেতৃত্ব দিতিসতুই। সে কথা কি ভোলা যায়? নে, এখন চলতো! একটু পরেই শুরু হবে মিছিল। এই জেলা থেকে অসংখ্য মানুষ একত্রিত হয়ে বেনাপোল বর্ডারের দিকে যাবে।

বিপ্লব জিজ্ঞেস করলো, কেন?

ওরা বললো, তাও বুঝতে পারছিস না? এই কপোতাক্ষর দিকে তাকিয়ে দেখতো! কপোতাক্ষর বুকের আহাজারি শোন তো? বলতো কপোতাক্ষ কি কথা বলছে?

বিপ্লব কপোতাক্ষর দিকে তাকিয়ে অনুভব করলো, কপোতাক্ষর বুকের ভেতর একধরনের হাহাকার ধ্বনি কেবলই গুমরে উঠছে।

সে মুহূর্তেই ওদের দিকে ফিরে বললো, চল! আমিও তোদের সাথে মিছিলে যাবো।

আমরাও পানির হকদার।

আমাদেরকে বঞ্চিত করার অধিকার কেউ রাখেনা!

কিছুক্ষণ পরেই মিছিল শুরু হয়ে গেলো।

বিশাল মিছিল।

www.pathagar.com

জনসমুদ্রের ঢল নেমেছে রাস্তায়।
কয়েক মাইল জুড়ে মিছিলের বহর।
ফারাক্কার মরণ বাঁধ ভেঙ্গে দেবার জন্যে সকলেই প্রতিজ্ঞায় অটল।
মিছিলকারীদের শক্তিশালী অগণিত হাত কেবল উর্ধমুখি হচ্ছে। আক্রোশে।
শ্লোগানে শ্লোগানে কম্পিত চারদিক।
বিপ্লবের বরাবর অভ্যাস, মিছিলের অগ্রভাগে থাকা। এই অভ্যাসটা তার খুব ভালো লাগে।
আজো সে তাই করলো। অসংখ্য মানুষকে টপকিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে চলে গেলো বিপ্লব।
শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে তারা।
এগিয়ে চলেছে বিশাল মিছিল।
বাংলাদেশের সাথে, এই দেশের মানুষের সাথে বেঈমানী করার জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে আজ তারা প্রতিবাদমুখর।
মিছিলটি ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।
আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে তারপর বেনাপোল। তারপর সীমান্ত এলাকা।
বিপ্লবের হৃদয়ে জ্বলছে অধিকার আদায়ের দাউ দাউ আগুন।
এই অনুভূতি কি কেবল বিপ্লবের একার?
না। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি যুবকের হৃদয়েই জ্বলছে এই ভয়ংকর সুন্দর আগুন।
বিপ্লবের ভীষণ ভালো লাগছে।
আজকে সত্যিকার অর্থে এরা জ্বলে উঠেছে। তার আরও ভাল লাগতো, যদি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই এভাবে জ্বলে উঠতো প্রতিবাদে আর সংগ্রামের কঠিন শপথে।
এতোটা পথ এসেছে সবাই, কিন্তু কেউ ক্লান্ত হচ্ছে না। বরং সকলের মধ্যে এক দুর্বার সাহস ও শক্তি নতুন করে জেগে উঠেছে।
হঠাৎ আওয়াজ!
ভীষণ আওয়াজ!
কিসের আওয়াজ?
কোন দিক থেকে?

www.pathagar.com

এসব বুঝে ওঠার আগেই বিশাল মিছিলকে গ্রাস করে ফেললো এক ভয়াবহ কালো ধোঁয়া।

মিছিলের অগ্রভাগে আর্তবিদারী চিৎকার!

গোঙ্গানী!

আহাজারী!

www.pathagar.com

রক্তে রক্তে ভিজে উঠেছে পিচঢালা রাস্তা।
তবুও এগিয়ে চলেছে মিছিল।
আরও তীব্রবেগে জ্বলে উঠেছে মিছিলের সাহসী সিংহরা।
বিপ্লবের বুকে গুলী লেগেছে।
তবুও সে অসংখ্য সাহসী সৈনিকের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে ভুলে গেলো তার কষ্টের কথা।
রক্তাক্ত বুকটি চেপে ধরে রাস্তার ডানপাশে হেলে পড়তে পড়তে বিপ্লব অনুভব করলো, ঘোড়া দাবড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে বখতিয়ার।
ছুটে আসছে তিতুমীর।
ছুটে আসছে বাংলার অসংখ্য বিদ্রোহী বীর।
প্রকৃত দেশপ্রেমিক সত্যের সৈনিক।
তারা সকলেই স্বাগত জানাচ্ছে বিপ্লবকে।
তারা যেন বলছে, ভয় নেই। বিপ্লবকে রুখতে পারে না কেউ।
মুহূর্তেই বিপ্লব, রক্তভেজা ডান হাত উঁচু করে বিপ্লব চিৎকার দিয়ে বললো–
বন্ধুরা! তোমরা এগিয়ে যাও। তোমরা থেমো না। এ মিছিল যেন থামেনা কখনো।
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি ঘরে ঘরে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো বিপ্লবের এই চিৎকার! আওয়াজ!

মিছিলটি থামেনি।
মিছিল এগিয়ে চলেছে আরও দুর্বার গতিতে।
বিপ্লবকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হলো।
প্রচুর রক্তক্ষরণে বিপ্লব খুব দুর্বল।
হাসপাতালের করিডোর লোকে লোকারণ্য।
সবাই এসেছে তাদের প্রাণপ্রিয় বিপ্লবকে দেখতে। প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা তারাই করেছে।
বিপ্লবের বন্ধুরা রক্ত দেবার জন্যে প্রস্তুত। রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে নিয়ে তারা

www.pathagar.com

সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে রক্ত দেবার জন্যে। শাহিদ এবং তাসনিম বললো, ডাক্তার সাহেব! যতো রক্ত লাগে আমরা দেবো। বিপ্লব ভায়ের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

বিপ্লবের জন্যে তার বন্ধুদের এতো ভালোবাসা দেখে অবাক হলেন ডাক্তার জলিল। বললেন, নিশ্চয়ই। প্রয়োজন হলেই তোমাদেরকে বলবো। কোনো সমস্যা হলেও জানাবো। তোমরা কিছু ভেবো না।

ওর কখন অপারেশন হবে? জিজ্ঞেস করলো আদিল।

ডাক্তার বললেন, একটু পরেই। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আশা করি বিপ্লব ভালো হয়ে যাবে।

ডাক্তারের কথা শুনে বিপ্লবের বন্ধুরা খুশি হলো।

তারা যদিও কিছুটা নিশ্চিত হয়েছে তবু আশংকার একটা ফাঁটা তখনো তাদের বুকে কেবলই আঘাত করে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লব ভালো হয়ে যাবে তো?

এমনি ভাবনায় তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

ডাক্তাররা খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা খুব ব্যস্ত বিপ্লবের অপারেশন নিয়ে।

কিছু পরে বিপ্লবকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হলো।

হাসপাতালে তখন লোক গিজ গিজ করছে।

দুঃসংবাদটি শুনে সেই বাঁকড়া থেকে পাগলীনির মতো ছুটে এসেছেন অন্তরাকে সাথে নিয়ে আম্মা।

হাসপাতালে ঢুকেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু অন্তরার চোখে পানি নেই। তার চোখ দিয়ে যেন ক্রোধের আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আম্মার কান্না দেখে এগিয়ে এলো বিপ্লবের বন্ধুরা। বললো, কাঁদছেন কেন আম্মা? আপনার এক বিপ্লব শুয়ে আছে, কিন্তু চেয়ে দেখুন, আপনার শত বিপ্লব এখনো জেগে আছে।

আম্মা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার বিপ্লব ভালো হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে। কোনো চিন্তা করবেন না। আদিল অভয় দিয়ে বললো।

অন্তরা বললো কাঁদছো কেন আম্মু ? ভাইয়ার জন্যে তো তোমার কান্নাকাটি

www.pathagar.com

করা উচিত নয়। মনটাকে আরও শক্ত করতে হবে আম্মু। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

অন্তরার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে গেলো।

সময় মতো অপারেশন হলো।

বিপ্লবের অপারেশন সাকসেস হওয়ায় ডাক্তাররা হাফ ছেড়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন।

বন্ধুরা মহা খুশি।

একটি ভালো কেবিনে এখন শুয়ে আছে বিপ্লব। তার শরীরটা খুব দুর্বল। মাথার কাছে আম্মা বসে আছেন। অন্তরার দুটো হাত বিপ্লবের মাথার চুলের ভেতর কেবলই নড়ে যাচ্ছে। ভাইয়ার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে অন্তরা।

আম্মা বললেন, এখন কেমন লাগছে বিপ্লব?

বিপ্লব ঠোঁটে হাসির ঢেউ তুলে বললো, ভালো আছি। বেশ ভালো লাগছে আম্মু। তুমি কি আমাকে নিয়ে খুব ভাবছো?

আম্মা বললেন, কোন্ মা তার ছেলের অসুস্থতায় চিন্তা করে না বলতো?

অন্তরা হেসে বললো, সব মা-রাই চিন্তা করে। কিন্তু তুমি একটু বেশি করো, এই যা।

আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোদের যে আব্বা নেই! মাথার ওপর কোনো ছায়াও নেই। তোরা ছাড়া আমার আর কেইবা আছে বল?

বিপ্লব বললো, তোমার একথা ঠিক নয় আম্মু। আমাদের মাথার ওপর সবচেয়ে বড়ো ছায়াটিই আছে। সেই ছায়ার নাম আল্লাহর অপার রহমত। বলো আম্মু, আমরা আর কি চাই? আজ দেখো আমি হাসপাতালে, আর আমার কতো বন্ধু তোমার চারপাশে ছায়ার মতো ভিড় করে আছে। ওরাও তো তোমারই সন্তান। আমার জন্যে ভেবো না আম্মু!

পাঁচদিন হাসপাতালে থাকার পর বিপ্লবকে নিয়ে আম্মা বাঁকড়ায় চলে গেলেন। তার বন্ধুরা সব সময় খোঁজ খবর রাখছে।

বিপ্লবের গুলীবিদ্ধ হবার সংবাদটি নাজিম ভাই একটু দেরিতে পেয়েছিলেন। কিন্তু খবরটি শোনার সাথে সাথে তিনি রওয়ানা দিলেন বাঁকড়ার দিকে।

www.pathagar.com

নাজিম ভায়ের একমাত্র বোন তামান্নাও জিদ ধরে বললো, তোমার কাছে বিপ্লবের অনেক গল্প শুনেছি ভাইয়া। শুনে মনে হয়েছে ছেলেটি খুব ভালো এবং তোমার খুব প্রিয়। তোমার প্রিয় ভাইটি আজ গুলীবিদ্ধ। অসুস্থ। তাকে তুমি দেখতে যাচ্ছো। আমিও তোমার সাথে যাবো ভাইয়া।

নাজিম ভাই বললেন, তা হয় না তামান্না। বাঁকড়াতো অনেক দূরের পথ। এতো দীর্ঘ পথ তুই কষ্ট করে কিভাবে যাবি?

তামান্না বললেন, আমার কোনো কষ্ট হবে না ভাইয়া। বরং আমাকে না নিয়ে গেলে আমি আরও বেশি কষ্ট পাবো।

পিতৃ-মাতৃহীনা একমাত্র বোনের দাবী অগ্রাহ্য করতে পারলেন না নাজিম ভাই। বললেন, তাহলে দ্রুত গুছিয়ে নে। তোকে পেলে বরং খালাম্মা খুব খুশি হবেন।

রাত বেশ গভীর।

জোছনার আলোয় গ্রামের পথঘাট আলোকিত। নাজিম ভাই তামান্নাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন বিপ্লবদের বাড়িতে।

আম্মা তখন বিপ্লবের মাথার কাছে বসে তাকে খাবার দিচ্ছিলেন। অন্তরাও পাশে বসে আছে। নাজিম ভাই উঠোনে পা রেখেই ডাক দিলেন, বিপ্লব!.....

নাজিম ভায়ের গলার শব্দ শোনার সাথে সাথে বিপ্লব ত্বড়িৎ গতিতে উঠে বসতে বসতে বললো, আম্মু! নাজিম ভাই এসেছেন বোধ হয়।

আম্মা বললেন, তুই উঠিসনে। অসুবিধা হবে। শুয়ে থাক। আমি দেখছি।

আম্মার কথা শেষ না হতেই অন্তরা হারিকেন হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলো। নাজিম ভাই তামান্নাকে নিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললেন, বিপ্লব! তুমি কেমন আছো ভাই?

বিপ্লবের শরীরের ওপর নাজিম ভায়ের একান্ত স্নেহের হাত।

এর মধ্যেই তামান্নাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আম্মা। সাথে অন্তরাও।

বিপ্লব বললো, খুব ভালো আছি নাজিম ভাই। আপনি খবর পেলেন কিভাবে?

খবর পাওয়াতো তেমন কঠিন কিছু নয়। তবে একটু দেরি হয়ে গেলো এই যা।

বিপ্লব বললো, সাথে আর কে এসেছে?

www.pathagar.com

আমার বোন তামান্না। তোমার খবরটি শুনে সেও নাছোড় হয়ে উঠলো। না এনে পারলাম না।

বিপ্লব বললো, খুব ভালো করেছেন।

আম্মা বারান্দায় ওদের কাছে এসে বললেন, তোমার বোনের নাম তামান্না বুঝি?

হ্যা। ও এবার আই এ পরীক্ষা দিলো। ঐ আমার একমাত্র বোন। মা নেই তো তাই ওকে বেশ ঝামেলাও পোহাতে হয়।

মা নেই শুনে আম্মার মনটা খুব ভারী হয়ে উঠলো। তবুও আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন, মা কি আর চিরকাল কারো বেঁচে থাকে? দুঃখ করো না বাপ।

বিপ্লবের ওষুধ এগিয়ে দিতে দিতে আম্মা আবার বললেন, তোমরা এসেছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। বেশ কিছুদিন কিন্তু থেকে যেতে হবে।

নাজিম ভাই ওজু করে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললেন, সে দেখা যাবে। আমরা এসে বুরং আপনাদেরকে কষ্টই দিলাম। তবু বিপ্লব আমার নিজের ভায়ের মতো আপন। না এসে কোনো উপায় ছিলো না।

আম্মা বললেন, বলো কি? কষ্ট কিসের? বরং তোমরা না এলেই বিপ্লব বেশি কষ্ট পেতো। তোমাকে দেখার পর ও অর্ধেক সুস্থ হয়ে গেছে। বলে আম্মা হেসে উঠলেন।

তামান্নাকে নিয়ে অন্তরা রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে।

অন্তরা বললো, আপনি খুব ভালো আপা। সাহস আছে আপনার। আপনাকে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে।

তামান্না বললো, আমারও দারুণ ভালো লাগছে। বিশেষ করে আম্মার সাথে কথা বলার পর আমার মনে হচ্ছে যেন আমার নিজের মাকেই আবার ফিরে পেয়েছি।

অন্তরা বললো, সত্যিই! আম্মাই আমাদেরকে আগলে রেখেছেন। কোনো কষ্টই তিনি আমাদেরকে বুঝতে দেন না।

ক'দিন থাকার পর নাজিম ভাই বললেন, সুস্থ হতে এখন আর তোমার বেশি সময় লাগবে না বিপ্লব। আশা করছি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। আমরা কাল ফিরে যেতে চাই। কিছুদিন পর আমি আবার আসবো।

www.pathagar.com

বিপ্লব বললো, না। নাজিম ভাই, আর ক'টা দিন থেকে যান। তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আপনারা চলে গেলে বাড়িটা একেবারে খালি খালি মনে হবে।

এ সময়ে আম্মার গলা শোনা গেলো। বললেন, কে চলে যাচ্ছেরে বিপ্লব?

বিপ্লব বললো, নাজিম ভাইরা চলে যেতে চাচ্ছেন আম্মু।

আম্মা এবার কাছে এসে বললেন, না। তা হবে না। আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে।

নাজিম ভাই বললেন, আমার কিছু জরুরী কাজ ছিলো। যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তাহলে তুমি যেতে পারো। কিন্তু ক'দিন পর আবার আসতে হবে। তবে তামান্নাকে আমি এখন যেতে দেবো না।

নাজিম ভাই আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

অনেক রাত।

তামান্না এবং অন্তরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

নাজিম ভাইও বিপ্লবের পাশে শুয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

বিপ্লব অসুস্থতার কারণে একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ে এখন।

আম্মা নাজিম ভাইকে আস্তে করে ডাকলেন। বললেন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো বাপ?

না, খালাম্মা।

তোমার সাথে আমার একটু কথা ছিলো।

এখন বলবেন?

বিপ্লব কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

সম্ভবত। কেন?

ঠিক আছে। বলে আম্মা আর একটু কাছে এগিয়ে এলেন।

বললেন, দেখো বাবাজী, বিপ্লবের আব্বা নেই। আর তোমারও আব্বা এবং আম্মা নেই। তুমিই এখন তোমাদের অভিভাবক। তাই তোমার সাথেই

www.pathagar.com

আমি কথা বলতে চাই।

বলুন খালাম্মা।

কোনো ভূমিকা না করে আম্মা সরাসরি বললেন, তামান্নাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি বিপ্লবের সাথে তামান্নাকে বিয়ে দিতে চাই।

নাজিম ভাই বললেন, ওরা তো এখনো লেখাপড়া করছে। এ সময়ে কি এসব নিয়ে ভাবা ঠিক হবে খালাম্মা?

কেন নয়? বিয়ের পরও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে। আমি বিপ্লবকে যেখানে নিয়ে যেতে চাই, সেখানে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমার কোনো ত্রুটি থাকবে না। ঠিক তামান্নার ব্যাপারেও আমার ঐ একই অভিমত। তাকেও আমি যোগ্য করে গড়ে তুলবো। আমার দিক থেকে ওদের জন্যে কোনো সমস্যা হবে না। এখন যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে আমি বাদ বাকী ব্যবস্থা করতে পারি।

নাজিম ভাই বললেন, তবু একটু ভেবে দেখতে দোষ কি? আমাকে একটু সময় দিলে ভালো হয়।

আম্মা বললেন, ঠিক আছে। রাতে ভেবে তুমি বরং কাল আমাকে বলো।

বিপ্লবের মতো একটি ছেলের প্রতি যে কোনো অভিভাবকের দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু ওদের বয়সের কথা ভেবে নাজিম ভাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। সারারাত ভাবলেন তিনি।

সকালে আম্মাকে ডেকে নাজিম ভাই বললেন, ঠিক আছে খালাম্মা। ভেবে দেখলাম, বিয়েটা হলে ওদের চলার পথে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। কেনোনা আমরা তো ওদেরকে খেয়াল রাখার জন্যে আছিই। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে ওরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। আমি বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। কয়েক দিন পর আবার আসবো। এর মধ্যে বিপ্লব সুস্থ হয়ে উঠবে।

আম্মা বললেন, তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম। তুমি যেতে চাইছো, যাও। তবে তামান্না আমার এখানে থাক। এখানেই বিয়েটা হবে। আসার সময় তোমার কিছু বন্ধু-বান্ধবকে সাথে করে এনো।

নাজিম ভাইদের কথা পাশে থেকে অন্তরা এবং তামান্না শুনে ফেললো।

www.pathagar.com

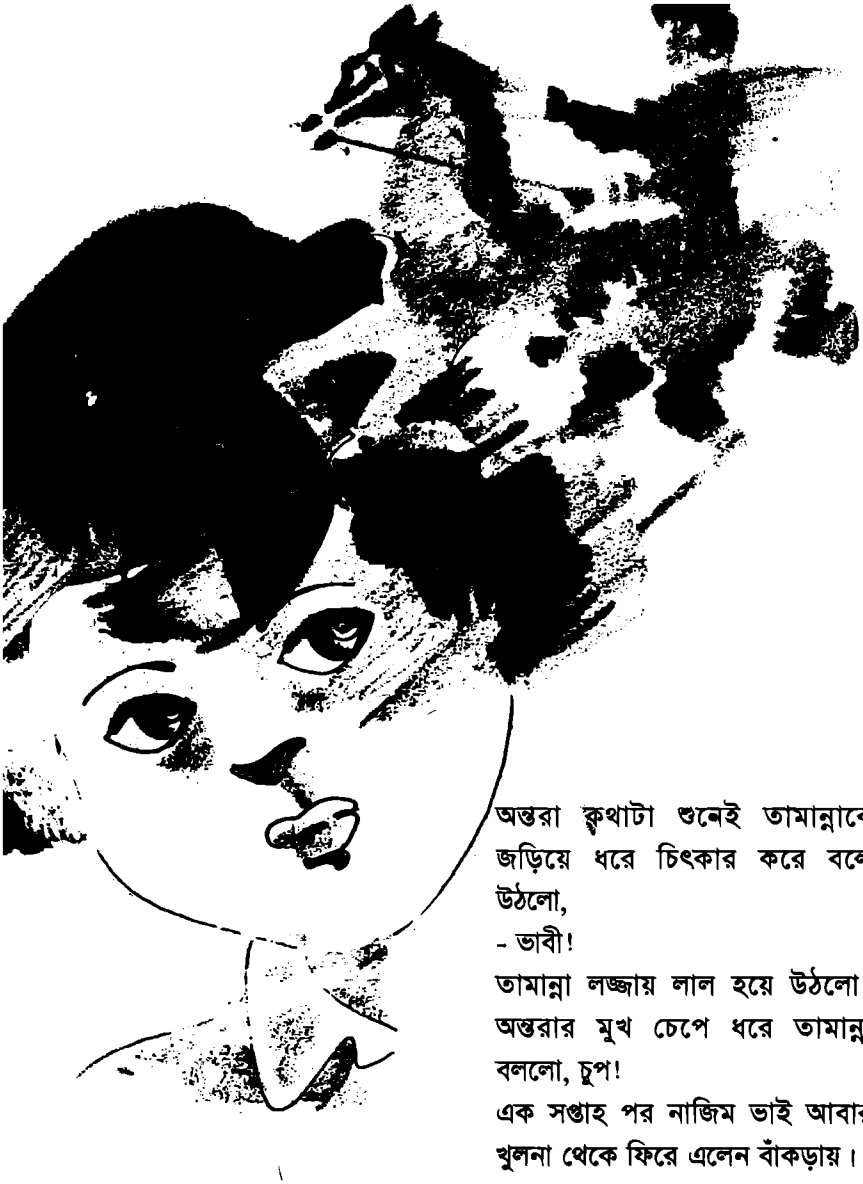

অন্তরা কথাটা শুনেই তামান্নাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো,

- ভাবী!

তামান্না লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। অন্তরার মুখ চেপে ধরে তামান্না বললো, চুপ!

এক সপ্তাহ পর নাজিম ভাই আবার খুলনা থেকে ফিরে এলেন বাঁকড়ায়।

www.pathagar.com

তামান্নাকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন।

খুব সাধারণভাবে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজটা শেষ করলেন আম্মা।

তামান্না এবং বিপ্লবের বিয়ের পর নাজিম ভাই বিপ্লবকে বললেন, বিপ্লব, তুমি আমার ভাই। তামান্নাও আমার একমাত্র বোন। তোমাদের মধ্যে বিয়েটা হওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি। তবে একটা কথা মনে রেখো, ফারাক্কার জন্যে তুমি গুলীবিদ্ধ হয়েছো। এখন সুস্থ। তোমার আন্দোলনের গতি যেন থেমে না থাকে। তোমাকে এখনও কিন্তু যেতে হবে অনেক দূর।

বিপ্লব বললো, নাজিম ভাই, ফারাক্কার ইস্যুটা একটা জাতীয় কিন্তু খন্ডিত ইস্যু। সে আন্দোলন চলবে যতোদিন আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে না পাবো। কিন্তু সবচেয়ে বড় আন্দোলন এবং সংগ্রাম হলো- আমাদের এই দেশের মাটিতে শাশ্বত আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম। আমাদের এই সংগ্রাম ততোদিন চলবে, যতোদিন প্রভাতের কাংখিত সেই সোনালী সূর্য আকাশের বুকে হেসে না উঠবে।

নাজিম ভাই বললেন, আমিও তাই চাই। তামান্নাকেও আমি সেইভাবে গড়ে তুলেছি। সেও আমাদের চলমান সংগ্রামের একজন সাথী ও সহযোদ্ধা। তোমাদের জন্যে আমি দোয়া করি।

বিপ্লব বললো, নাজিম ভাই! আমার একটি ছোট্ট দাবী ছিলো। যদি অনুমতি দেন তাহলে সাহস করে বলতে পারি।

নাজিম ভাই একটু থেমে বললেন, ঠিক আছে, বলো।

বিপ্লব বললো, অন্তরাকে যদি আপনি আপনার জন্যে যোগ্য বলে মনে করেন তাহলে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

নাজিম ভাই কি যেন একটু চিন্তা করলেন।

তারপর ধীর স্থিরভাবে বললেন, আমিও সেটা ভেবেছি। বিপ্লব, তুমি না বললেও আমি খালাম্মাকে প্রস্তাবটা দিতাম। যাক, বলে ভালোই করেছো। আমি প্রস্তুত আছি। বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্যে খালাম্মাকে বলতে পারো।

নাজিম ভায়ের কথা শুনে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলো বিপ্লব।

আম্মাকে ডেকে বললেন অন্তরার বিয়ের কথা।

www.pathagar.com

আম্মা শুনে আর একবার আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লেন। বললেন, আমি জানি, আল্লাহই তার বান্দাদের জন্যে অতি উত্তম অভিভাবক। তার ভালোবাসা এবং রহমতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। দেখোনা কিভাবে কতো বড়ো বড়ো দুটো সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো অতি সহজে!

অন্তরা পাশ থেকে বললো, কিসের সমাধান আম্মু?

বিপ্লব বললো, তোর বিয়ের সমস্যা, বুঝলি?

বিয়ের কথা শুনে অন্তরার বুকের ভেতর মুহূর্তেই শিহরিত এক খুশির বন্যা বয়ে গেলো।

পুরো বাড়িটাই যেন কেমন এক আশ্চর্যজনক খুশির ফুয়ারায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

কোমল এবং প্রশান্তির একটি সুবাতাস বহুদিন পর বাড়িটার ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে ক্রমাগত বয়ে যেতে থাকলো।

বিপ্লবের বন্ধুরা তাকে ঘিরে ধরেছে। বললো,

কিরে! ভাবীকে পেয়ে এবার বুঝি আমাদেরকে ভুলে যাবি! ভুলে যাবি আমাদের আন্দোলন এবং সংগ্রামের কথা!

বিপ্লব আকাশের দিকে ডান হাত উঁচু করে খুব সাহসী ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললো,

কিযে বলিসনা!

বিপ্লবের ঘোড়া থামবেনা কখনো!

www.pathagar.com

www.pathagar.com